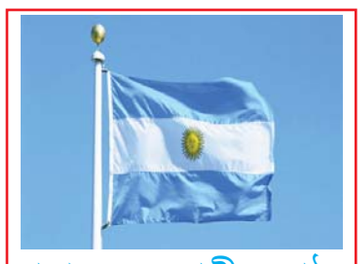

হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা আর্জেন্টিনার

● ● ● ●

সারে-জমিন

সাম্প্রদায়িক আঁতাত-ই ওবিসি বাতিলের জন্য দায়ী

সাধারণ

১০ বছর পর এসে কেন অরুন্ধতীর বিচার

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাগরণের পথিকৃৎ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৪ জুলাই, ২০২৪
৩০ আষাঢ় ১৪৩১
৭ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

জয়সওয়াল ঝড়ে জিম্বাবুয়ে ধরাশায়ী, সিরিজ ভারতের

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 189 ■ Daily APONZONE ■ 14 July 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিদেশি ঘোষণার ১২ বছর পর সুপ্রিম রায়ে ভারতীয় নাগরিক প্রাপ্তি

আপনজন ডেস্ক: অসমের একটি ট্রাইব্যুনাল মোহাম্মদ রহিম আলী ওরফে আবদুর রহিমকে "বিদেশি" ঘোষণা করার ১২ বছর পর বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করেছে। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, আবেদিনকারীকে কোনওবাবেই আর বিদেশি নয়, তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। আদালত বলেছে এই মামলায় "ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত" ঘটেছে। ডিভিশন বেঞ্চ অসম সরকারের সামনে একজন ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছে, বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, এমন একটি রাজ্য অসম, যেখানে বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্বারা অবৈধ উপায়ে অভিবাসনের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর স্বাক্ষরিত আদেশে বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, ফরেনার্স অ্যাক্টের ৯ নম্বর ধারার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কি যথেচ্ছভাবে কারও দরজায় কড়া নেড়ে তাকে তুলে নিয়ে বিদেশি বলার ক্ষমতা আমাদের আছে? সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানউল্লাহকে বেঞ্চে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং বিচারপতি ধুলিয়া এই রায় দিয়েছিলেন।

মোঃ রহিম আলী ওরফে আব্দুর রহিমের সাথে যা ঘটেছিল: মহম্মদ রহিম আলি ওরফে আব্দুর রহিম বরপেটা জেলার পাতাচারকুচি থানার অন্তর্গত ডলুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

লোকসভা ভোটের পর ফের ধাক্কা খেল এনডিএ

বিধানসভা উপনির্বাচনে ‘ইন্ডিয়া’র জয়জয়কার

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনে আসন হ্রাসের জের শেষ হতে না হতেই সাত রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা উপনির্বাচনে ফের জোর ধাক্কা খেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। আর লোকসভা ভোটের মতো বিধানসভা উপনির্বাচনেও দাপট দেখাল 'ইন্ডিয়া' জোট। সাত রাজ্যে যে ১৩টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ১০টি আসনে জিতেছে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা। দুটি আসনে জিতেছে বিজেপি। আর একটি আসনে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা যে চারটি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে তার সবকটিতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস তিনটি আসনের মধ্যে দুটি দখল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সুখুর স্ত্রী কমলেশ ঠাকুর দেরাতে 'জায়ান্ট কিলার' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস বদ্রীনাথ ও মঙ্গলাউর বিধানসভা আসন দখল করতে সক্ষম হয়। পাঞ্জাবে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (আপ) জলন্ধর পশ্চিম আসনটি ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে। তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম (ডিএমকে) ভিক্রাবন্দি বিধানসভা কেন্দ্র দখল করেছে।

পঞ্জাবের জলন্ধর পশ্চিম আসনে আপের মহিন্দর ভগত তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী সুরিন্দর কৌরকে ৩৭.৩২৫ ভোটে পরাজিত করেছেন। আপ বিধায়ক শীতল আঙ্গুরাল বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে এই আসনে উপনির্বাচনের ঘোষণা করা হয়েছিল।

হিমাচল প্রদেশের তিন আসনেই উপনির্বাচনে দাপট দেখিয়েছে কংগ্রেস। দেরাতে জয়ের জন্য স্ত্রী কমলেশ ঠাকুরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সুখু। কমলেশ ঠাকুর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির হোশিয়ার সিংকে ৯,৩৯৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

কংগ্রেসের হরদীপ সিং বাওয়া নালাগড়ে বিজেপির কেএল ঠাকুরকে ৮,৯৯০ ভোটে পরাজিত করেছেন। হামিরপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী আশিস শর্মা কংগ্রেসের পুষ্পিন্দর ভার্মাকে ১৫৭১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। বিজেপির তিন প্রার্থীই নির্দল বিধায়ক ছিলেন, যাঁরা চলতি বছরের গোড়ায় রাজ্যসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরকে ভোট দেওয়ার পর হিমাচল বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাগদা, রানাঘাট, রায়গঞ্জ ও মানিকতলায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মধুপূর্ণা ঠাকুর, মুকুট মণি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যাণী ও সুপ্তি পাণ্ডে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা (২৫) হতে চলেছেন বঙ্গসভার কনিষ্ঠতম সদস্য।

উত্তরাখণ্ডের মঙ্গলাউরে কংগ্রেস প্রার্থী কাজি নিজামুদ্দিন ৪২২ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী কর্তার সিং ভাদানাকে পরাজিত করেছেন। ভোটের দিন এই কেন্দ্রে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল।

বদ্রীনাথে কংগ্রেসের নবাগত প্রার্থী লখপত সিং বুটোলা বিজেপির রাজেন্দ্র ভাণ্ডারিকে ৫,২২৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

ক্ষমতাসীন ডিএমকে-র প্রার্থী আন্নিউর শিবা (ওরফে শিবশানমুগম এ) তামিলনাড়ুর বিক্রাভান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১,২৪,০৫৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনি সি আনবুমণি এবং নাম তামিলার কাটচির কে অবিনায়াকে পরাজিত করেছিলেন।

বিহারের রূপাওলি উপনির্বাচনে জেডিইউ প্রার্থী কলাধর প্রসাদ মণ্ডল ৮,২৪৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন নির্দল প্রার্থী শঙ্কর সিংকে।

বর্তমান বিধায়ক বিমা ভারতীর পদত্যাগের কারণে এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল, যিনি জেডি (ইউ) ছেড়ে আরজেডির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলার অমরওয়ারা আসনে বিজেপির কমলেশ প্রতাপ শাহ কংগ্রেসের ধীরান শাহ ইনাতিকে ৩,০২৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। মার্চে তিনবারের কংগ্রেস বিধায়ক কমলেশ শাহ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর আসনটি শূন্য হয়। ফলাফলটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, কারণ ছিন্দওয়াড়াকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল নাথের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত হত।

বাংলায় তৃণমূলের কাছে হোয়াইটওয়াশ বিজেপির চার প্রার্থী

মা-মাটি-মানুষের জয়: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবাংলায় চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ধরাশায়ী হল বিজেপি। তৃণমূলের কাছে হোয়াইটওয়াশ হল। বাগদা, মানিকতলা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এই চার আসনের মধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সেই আসনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জিতে যাওয়ায় তাদেরকে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুম্বাই সফর শেষে শনিবার কলকাতায় পা দিয়ে মমতা তাই বললেন, আমার বিশেষ ধন্যবাদ মা-মাটি-মানুষকে। এই জয় মা-মাটি-মানুষের জয়। জয় রাজ্যবাসীকে উৎসর্গ করলাম।

মমতা আরও বলেন, অনেক চক্রান্ত সত্ত্বেও তৃণমূল জিতেছে। বিজেপি এজেন্সিকে রুখে দিয়েছে। বিজেপি পর্যদুস্ত হয়েছে। দু'টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানেই জিতেছে। এটা বোঝা যাচ্ছে গোটা দেশের মানুষই বিজেপিকে পছন্দ করছে না। তবে, রায়গঞ্জ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা জানতাম কৃষ্ণ কল্যাণী জিতবেন। কিন্তু বিজেপি কংগ্রেসকে টাকা দিয়ে ভোট ভাগ করে বিভাজনের রাজনীতি করে লোকসভা নির্বাচনে তাকে হারিয়েছিল।

মমতা আরও বলেন, মানিকতলা আমাদের ছিল, আমাদেরই আছে। বাগদায় আমরা সবচেয়ে কমবয়সি মধুপর্ণাকে, মমতাবালা ঠাকুরের মেয়েকে দাঁড় করিয়েছিলাম। মধুপর্ণা খুব ভালো লড়াই করেছে। ওদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। মুকুটমণিকে লোকসভায় টিকিট দিয়েছিলাম। কিন্তু ও হেরে গেল। আবার সুযোগ পেয়ে জিতে গিয়েছে। মানুষের কাজ আরও বেশি করে করতে হবে। আমরা মানুষের জন্যই আছি। তাদের কাজের জন্য আমরা নির্বাচিত হই। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় সংহিতা আইন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসক, সাংবাদিকরা খুব ভয়ে আছে। পুলিশ, আইনজীবীরাও জানেন না, নতুন আইনটা কী। এটি সঠিকভাবে প্রশাসন চালাতে সমস্যা করবে। আমাদেরও নিট ও ন্যায় সংহিতা বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভা অধিবেশনে বিতর্ক হবে। এছাড়া মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে খুব সম্মান দেখিয়েছেন বলে তিনি জানান।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা

নাবাবীয়া মিশন

প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক

মাইনান, খানাকুল, হুগলি

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।

ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪

পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail

Mob. 9732381000, 9732086786

প্রথম নজর

জয়নগর পুলিশের তৎপরতায় ধৃত প্রতারক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার এক প্রতারক।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত ডিসেম্বর মাসে জয়নগর এলাকার এক বাস মালিককে পুরনো বাস বিক্রির করবে বলে উওর ২৪ পরগনার খড়দহ থানা এলাকার অনিন্দ্য চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি বাস কেনার অগ্রিম বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা নেয় এবং জয়নগরের ওই ব্যক্তিকো বাস বিক্রি ও করা হয় না, অগ্রিম টাকা ফিরত ও দেয় না ওই ব্যক্তি। ঘনঘন নিজের ঠিকানা বদল করতে থাকে সে। অবশেষে জয়নগরের ওই বাস মালিক বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছে এবং তিনি প্রতারিত হয়ে বারুইপুর মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হন এবং তারপরেই আদালতের নির্দেশে তদন্তে নামে জয়নগর থানা তদন্তকারী অফিসার।আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে গাড়ি কেনার টোপ দিয়ে জয়নগরে আনা হয় খড়দহের ওই ব্যক্তিকে এবং জয়নগরের সে বাস কিনবে বলে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। শুক্রবার জয়নগর স্টেশন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃত ওই ব্যক্তিকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃত ব্যক্তিকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই কাজে আর কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ এবং প্রতারিত হওয়া ব্যক্তির টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

শহীদ দিবসের প্রস্তুতি বৈঠক উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ২১-শে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশকে সফল করতে শনিবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে। এদিনের এই সভা থেকে একুশে জুলাইকে সামনে রেখে ব্লকে ব্লকে, অঞ্চলে অঞ্চলে এবং পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডেই পথসভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়ার লোকসভার আসনে দলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর জন্য দলের কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ:সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। সভা থেকে মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, বাংলার মাটি,তৃণমূলের দুর্জয় ঘাঁটি।একই সাথে মন্ত্রীর দাবি, কেবলমাত্র হাওড়া গ্রামীণ জেলার ৮টি বিধানসভা এলাকা থেকে ১ লক্ষ তৃণণূলের কর্মী সমর্থক কলকাতায় শহিদ সমাবেশে যোগ দেবেন।' এই সভায় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক অরূণাভ সেন,বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি,সুকান্ত পাল,প্রিয়া পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহ:সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নিমতিতায় প্রাক্তন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যোগ দিলেন তৃণমূলে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ২১ শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভাতেই বিরোধী শিবিরে বড়সর ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার সন্ধ্যায় শামশেরগঞ্জের নিমতিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন কার্যকারী সভাপতি তথা প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বাসিরউদ্দিন বিশ্বাস। পাশাপাশি যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী নাজাবাত আহমেদ সহ শতাধিক কর্মী সমর্থক। এদিন নবাগতদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সহ সভাপতি মাষ্টার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, নিমতিতা অঞ্চল সভাপতি সামিউল হক, সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও তাদের প্রতিনিধি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন মূলত ২১ শে শহীদ দিবসকে সফল করতে সামশেরগঞ্জের নিমতিতার কামারপাড়া এলাকায় প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে নিমতিতা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। সভা থেকে বিরোধী কংগ্রেস, বাম ও বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করেন তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ। আগামী ২১ জুলাই বিপুল পরিমাণ কর্মী সমর্থক ধর্মতলার সমাবেশে সামিল হবেন বলেই আশাব্যক্ত করেন বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এদিনের প্রস্তুতি সভায় কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল।

জলঙ্গিতে সাংসদ আবু তাহের খান কে সংবর্ধনা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ফরিদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নবনির্বাচিত সাংসদ আবু তাহের খান কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শনিবার সন্ধায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের টিকোরবাড়িয়া স্কুল মাঠে।এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংসদ আবু তাহের খানের পাশাপাশি বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম সহ ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ কে ফুলের বুকি উপহার ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আরিফ বিল্লাহ সহ অঞ্চল নেতৃত্বরা।দলীয় ভাবে সংবর্ধনার পাশাপাশি ভাদুড়িয়া পাড়া বাজার কমিটি,সামাজিক দায়িত্ব ও সচেতনতার বিকাশ সহ কন্ট্রাক্টার ইউনিয়নের সহ একাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে উপহার দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক ও অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি গণ সহ নেতা কর্মী সমর্থকরা।
এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস।সংবর্ধনা পেয়ে খুশি সাংসদ ,বিধায়ক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি
এদিনের সংবর্ধনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আর অঞ্চলের কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

দিনহাটায় নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিনহাটা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল শনিবার দিনহাটা পৌর এলাকার নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদন হল ঘরে। এখানে আমন্ত্রিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। যদিও দুজনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। কি কারণে উপস্থিত ছিলেন না তা জানা না গেলেও বিভিন্ন সুত্র মারফত জানা গেছে নস্যশেখ জনজাতির মোট তিনটি সংগঠন বর্তমানে রয়েছে। তার মধ্যে নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ ভেঙ্গে দু ভাগে ভাগ হয়েছে গত কয়েকমাস আগে। মুলত নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কে হবে সে নিয়ে কোন্দলের কারণে সংগঠনের ভাঙ্গন বলে জানা গেছে। ধারনা করা হচ্ছে পরিস্থিতি বিবেচনায় মাননীয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ও কোচবিহারের সাংসদ উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন না।
পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের আজকের কনভেনশনে নস্যশেখ জনজাতিকে ভূমিপুত্র স্বীকৃতি , সংখ্যালঘু এলাকায় আবাসিক ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল স্থাপন, অবিলম্বে কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণ , আন এইডেড মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং উত্তরবঙ্গে এইমস হাসপাতাল ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ সহ মোট পাঁচ দফা দাবিতে সোচ্চার হতে দেখা যায় বক্তাদের।
প্রায় দুই শত মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি বজলে রহমান, সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ, আবেদ আলী প্রমুখ। অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যাক্তিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদ সদস্য নূর আলম ও ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী সহ আরো অনেকে।

বাগদা বিধানসভা পুনরুদ্ধার তৃণমূলের, ভোটে জিতে রেকর্ড গড়লেন মধুপর্ণা ঠাকুর

এম মেহেদী সানি ● বাগদা

আপনজন: রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা, এবং মানিকতলা চার কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি রেকর্ড গড়লেন ঠাকুর নগর ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মধুপর্ণা। একইসঙ্গে তৃণমূল ফিরে পেলো হারানো জমি। উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে চলতি বিধানসভায় রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হতে চলেছেন মতুয়া পরিবারের সদস্য এবং তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর । তাঁর বয়স ২৫ বছর । ১৩ বছর পর মতুয়া গড় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনরুদ্ধারে সক্ষম হলো তৃণমূল । গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস । পরবর্তীতে তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । শনিবার ছিল উপনির্বাচন ফলাফল। গননার শুরু থেকেই এগিয়ে ছিল তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা। শেষমেশ মধুপর্ণার জয়ের ব্যবধান দাড়ায় প্রায় ৩৪ হাজার। শেষ লোকসভা নির্বাচনেও বাগদায় এগিয়ে ছিল বিজেপি । ব্যবধান ছিল ২০ হাজারের বেশি ভোট । তাই পিছিয়ে পড়া এই আসন নিজেদের দখলে আনতে পেরে কার্যত খুশির হাওয়া বইছে ঘাসফুল শিবিরে ।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে বাগদায় মধুপর্ণা জয়ী হয়েছেন ৩৩,৪৫৫ ভোটে । মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৬ ভোট পেয়েছেন তিনি । বিজেপি প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাস পেয়েছেন মোট ৭৪,২৫১ ভোট । আর ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী গৌর বিশ্বাসের ঝুলিতে গিয়েছে ৮,১৮৯ ভোট । গত লোকসভা ভোটে বনগাঁ কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করতে পারেনি তৃণমূল, তার পর পরই বাগদা উপনির্বাচন ঘোষণা হতেই বাগদায় মাটি কামড়ে পড়েছিলেন শাসক শিবিরের মন্ত্রী নেতা কর্মীরা। লক্ষ্য ছিল জয়, তৃণমূল প্রার্থী করে মধুপর্না ঠাকুরকে। পাশাপাশি বাগদা বিধানসভা এলাকার সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলকে জয়ী করতে দলের তরফে দায়িত্ব পান জেলা সভাপতি নারায়ণ গোস্বামী, মন্ত্রী সুজিত বসু, রথীন ঘোষ, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক নির্মল ঘোষরা। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তাঁরা প্রতিনিয়ত বাগদায় এসে জনসংযোগ বাড়ানো, মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনা, দলীয় কর্মীদের অভিযোগ, দলীয় কর্মীদের প্রতি মানুষের ক্ষোভ অভিযোগের কথাও শোনেন। এবং বিভিন্ন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা জেনে তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন, তৃণমূলের এই সমস্ত উর্ধ্বতন নেতৃত্বরা। প্রচারের ক্ষেত্রে বরাবরই যদিও এগিয়ে ছিল তৃণমূল, আর এই সমস্ত কৌশলই তৃণমূলকে শেষ হাসি হাসালো বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বজিৎ দাস হারের জন্য যথাযথ জনসংযোগের অভাবকেই দায়ী করেছেন তিনি নিজেই। যদিও উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ে বেজায় খুশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।
ভোটে জিতে এদিন মধুপর্ণা বলেন, 'আগে থেকেই বলেছি জয় নিশ্চিত । এবার জয়ের আবির আমরাই খেলব । মানুষ বুঝতে পেরেছে । দিদি ছাড়া কেউ উন্নয়ন করতে পারবে না ।' ভোটের দিন বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় উত্তেজনার খবর উঠে আসে। বিজেপির তরফ থেকে বারেবারেই সন্ত্রাসের অভিযোগ করা হয়। এদিন তার প্রেক্ষিতে মধুপর্ণা বলেন, 'হেরে গিয়েছেন, এখন কাঠিবাজি ছাড়া আর কোনও কাজ নেই । এখনও কাঠিবাজি করে যাচ্ছেন । আমি তো ঘরে বসে ভাবছিলাম যে বিনয়কুমার বিশ্বাসের তো কোনও কাজ নেই । তিনি ঘরে বসে পপকর্ন খান, আর দেখুন তৃণমূল জিতছে ।'
ভোটে জিতে মানুষকে ধন্যবাদও জানান মধুপর্ণা । তিনি বলেন, 'আমায় ঘরের মেয়ে হিসেবে সবাই যে আশীর্বাদ করেছে, তার জন্য তাদের ধন্যবাদ। আমি যেন কাজ করতে পারি । যেন তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি ।' একইসঙ্গে বাড়ির পারিবারিক সমস্যারও তিনি সমাধান করতে চান বলে জানান মধুপর্ণা । উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই নিজের পৈতৃক ভিটে তথা বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘর ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনে বসেছিলেন ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির সদস্যা তথা কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর । মতুয়া ভক্তদের একাংশ তাঁর সঙ্গে এই লড়াইয়ে শামিলও হয়েছিল, যা বিশেষ নজর কারে তৃণমূল নেতৃত্বের । বর্তমানে মধুপর্ণা ঠাকুর সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সহ-সংঘাধিপতি। ঠাকুরনগরে অবস্থিত পিআর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক মধুপর্ণা । ঠাকুরবাড়ি হোক বা মতুয়া আন্দোলন, সবেতেই নতুন মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন তিনি । অবশেষে বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনে পা রাখলেন তিনি ।
বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী এদিন বলেন, "মানুষ এটা বুঝেছে যে, আমরা অন্যায় দুর্নীতির পক্ষে নই । তাই মানুষ আমাদের বেছে নিয়েছে। মানুষের কাছে গোটা চিত্রটা স্পষ্ট ।" তবে একমাস আগে এই আসনেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল । সে প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, "কিছু সমস্যা তো ছিলই । অস্বীকার করার কিছু নেই । তবে আমরা সেটাকে কাটিয়ে উঠেছি । মানুষ আমাদের পাশে রয়েছে ।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা কান্দিতে

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী অডিটোরিয়াম হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হল। এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব সরকার, কান্দি পৌরসভার পৌরপিতা জয়দেব ঘটক, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার, কান্দি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ চ্যাটার্জি সহ এলাকার অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।
মূলত আগামী ২১ তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস পালন হবে কলকাতার ধর্মতলায় সেই শহীদ দিবস পালনের আগে কান্দি থেকে কত জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা ধর্ম তলায় যাবেন। সেই সঙ্গে কিভাবে তারা যাবেন তার রূপরেখা প্রকাশ করার জন্যই এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। সাব্‌কে হাজির থাকার নির্দেশ দেন।

কবর থেকে সিদ্দিকের মৃতদেহ তুলে পুনরায় ময়নাতদন্তে গেল

আসিফা লস্কর ● ঢোলা

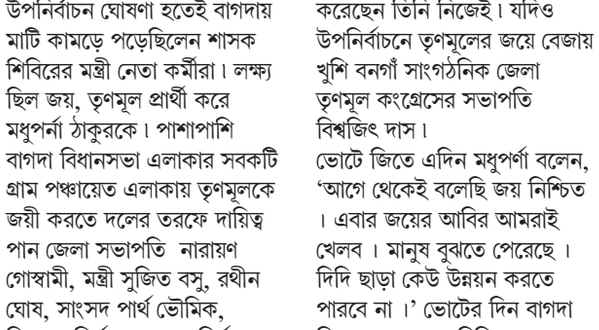

আপনজন: পরিবারের আপত্তি থাকায় ঢোলাহাট থানার প্রশাসনকে সরিয়ে কবর থেকে তোলা হল পুলিশের মারে মৃত আবু সিদ্দিকীর দেহ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কবর দেওয়া মৃতদেহ তুলে পুনরায় ময়না তদন্তে পাঠানো হল শনিবার। গত ৩ তারিখে চুরির অভিযোগে রায়দিঘি বিধানসভার ঘাট বকুলতলা গ্রাম থেকে আবু সিদ্দিকী নামে এক যুবককে তুলে নিয়ে যায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ জিজ্ঞাসাবাদের নামে আবু সিদ্দিকীর উপর চলে নির্মম পুলিশি অত্যাচার।অভিযোগ ছিল পুলিশের মারে সারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল, পরে ছয় দিনের মাথায় কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মারা যায় আবু সিদ্দিকী। এরই প্রতিবাদে দোষী পুলিশদের নামে এফ আই আরও আইনত শাস্তির দাবি নিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ঢোলা থানার পুলিশ মৃতের পরিবারের সঙ্গে তুলকালাম ঘটে যায়। এমনকি পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ কারীদের হটিয়ে দিতে গিয়ে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী ও পুলিশ আহত হয়েছিলেন। এরপর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটছাড়া ভিডিও ক্যামেরা ছাড়া পরিবারের লোকজন ছাড়া ময়নাতদন্ত করে বডি তুলে দেয় পরিবারের হাতে। আর এই পদ্ধতি মেনে নিতে পারেনি আবু সিদ্দিকীর পরিবার।পরে আবু সিদ্দিকীর পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে কলকাতা হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে ওই মৃত দেহ তুলে পরিবারের সামনে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে ময়না তদন্তের নির্দেশ দেন ।শনিবার হাইকোর্টের নির্দেশে মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিওর উপস্থিতিতে লালবাজার থেকে আসা ফরেনসিক এক্সপার্ট নিয়ে অন ভিডিওর মাধ্যমে মৃতদেহ কবর থেকে তোলা হয় ও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত কাজ করা হয়।

শিশুর নাকে ঢুকল পুঁথির গুলি, নাকাল ডাক্তাররা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

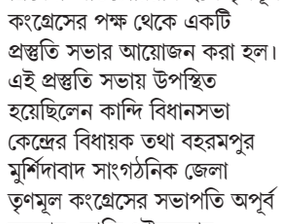

আপনজন: বছর সাত বয়সের এক কন্যাশিশুর নাকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা-২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালি পাড়ায়। পরিবারের লোকজন ওই শিশুর নাক থেকে প্লাস্টিকের পুঁথির গুলি বের করার চেষ্টা করে। ঘন্টাখানেক চেষ্টায় কোন কাজ না হওয়ায় বেগতিক বুঝে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা চেষ্টা করলেও নাকের ছিদ্র থেকে প্লাস্টিকের পুঁথির গুলি বের করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত রাতেই ওই শিশুকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। সেখানে চিকিৎসকদের দীর্ঘ প্রায় আধ ঘন্টার প্রচেষ্টায় ওই শিশুর নাকের ছিদ্র থেকে প্লাস্টিকের পুঁথির গুলি বের হয়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শিশুর পরিবারের লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মিঠাখালি গ্রামের গৃহবধু অষ্টমী রাজ। ইশা রাজ নামে তাঁর এক কন্যাশিশু রয়েছে। শুক্রবার রাতে প্লাস্টিকের পুঁথির মালা নিয়ে খেলছিল। আচমকা পুঁথি মালার একটি গুলি ওই শিশুর নাকের ছিদ্রে ঢুকে যায়। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। পরিবারের লোকজন নাকের ছিদ্র থেকে প্লাস্টিকে পুঁথির গুলি বের করার চেষ্টা করে। বিফলে যায় চেষ্টা।পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল হয়ে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে গেলে স্বস্তি মেলে।
ঘটনা প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ওই শিশুর মা অষ্টমী রাজ জানিয়েছে, 'খেলা করছিল। আচমকা পুঁথির গুলি নাকে ঢুকে বিপদ ঘটে।'

রানাঘাটেও সবুজ ঝড়, ফের জয়ের 'মুকুট'

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাট দক্ষিণ ছিনিয়ে নিল তৃণমূল রাজ্যের চারটি উপনির্বাচনের মধ্যে রানাঘাট দক্ষিণ যে অন্যতম 'কঠিন' ছিল, তা ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করেছিলেন তৃণমূলের প্রথম সারির অনেক নেতা।সেই কঠিন লড়াইয়ে সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন মহুয়াকে দেড় মাসের মধ্যে ক্ষত পূরণ করে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন। তৃণমূল জিতল রানাঘাট দক্ষিণে। আবার বিধায়ক হচ্ছেন মুকুটমণি অধিকারী।তবে তৃণমূলের নেতারা একবাক্যে মানছেন,দলের মাথায় জয়ের মুকুটের মণিটি পরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রানাঘাট দক্ষিণ পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়া ঘনিষ্ঠ জেবের শেখ মাটি কামড়িয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার থেকে শুরু করে দলীয় সংগঠন এবং কর্মীদেরকে পরামর্শ দিতেন। সবাই মিলে লড়াই করে সিটটা আসনটা বার করতে পেরেছি।২০২১বিধানসভায় বিজেপির হয়ে জেতা মুকুটমণিই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন।কিন্তু সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাটে তৃণমূল প্রার্থী হয়েই পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার কারণেই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে রানাঘাট দক্ষিণে। সেই উপনির্বাচনেও মুকুটমণিকেই টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। অর্থাৎ, কয়েক মাসের ব্যবধানে মুকুটমণি আবার বিধায়কই হলেন। শুধু প্রতীকের ফুল বদলে গেল তাঁর। পদ্ম থেকে ঘাসফুল।রানাঘাট দক্ষিণেই মুকুটমণি উপনির্বাচনে ৩৮ হাজারেরও বেশি ভোটে জয় লাভ করলো তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে করা ভাষায় আক্রমণ করেন। গেরুয়া জঙ্গিরা শান্তিপুরে ঘাঁটি করে এসে বসেছিল বিজেপি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উন্নয়ন করেনি মতুয়া সমাজের নাগরিকত্ব নিয়ে ভাওতা দিয়েছে।

পথ সচেতনতা শিবির লোকপুর থানার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। ঘুরছে চাকা ব্যস্ত মন, এখন কেন কানে ফোন। ঢাকা থাকুক মাথা, সুরক্ষায় শেষ কথা- হ্যাঁ, এরূপ শ্লোগানগুলিকে সামনে রেখে চলছে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার অভিযান। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় শনিবার ভাড্ডি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির উপর একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কচিকাঁচাদের মধ্যে কিভাবে পথ পারাপার করতে হবে, ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত অনুযায়ী পথ পারাপার ইত্যাদি বিষয়গুলো পাঠদানের ন্যায় পড়ানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এএসআই অরূপ কুমার দাস, স্থানীয় শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পার্কিং, হকার জোন নিয়ে নজর ডিএমের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট শহরে পার্কিং ও হকার জোন তৈরির লক্ষ্যে পরিদর্শনে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। শনিবার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত বালুরঘাট গার্লস স্কুল ও থানা মোড় এলাকায় পরিদর্শনে যান তাঁরা। জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা ও জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল এর পাশাপাশি এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা ও বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'বালুরঘাট শহরে সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে, তার জন্যই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা প্রশাসনিক স্তরে সম্প্রতি যে মিটিং হয়েছিল সেখানে সকলকে নিয়েই আলোচনায় বসে ছিলাম।

দৌড়বিদের পাশে জেলা সভাধিপতি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার মাঠ পলসা গ্রামে বাসারুদ্দিন মল্লিক (৮০০ মিটার দৌড়) নেপালের পোকড়া রাজ্যে রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ২২ টা দেশের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বীরভূম তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ আলোকিত করেছেন।
তাই আজকে বীরভূম জেলার সভাধিপতি নিজ বাসভবন পাপুড়ীতে শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছাসহ আগামীদিনে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার জন্য শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার টাকার (৩০,০০০/-) চেক তুলে দেওয়া হয়।
আগামীদিনে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।

প্রথম নজর

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ফিরে পেলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দুটির মূলপ্রতিষ্ঠান মেটা। শুক্রবার (১২ জুলাই) এক ব্লগ পোস্টে মেটা বিষয়টি জানিয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন এলাকা ক্যাপিটল হিলে ভাঙচুরে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, মেটার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি ট্রাম্প ও তার সমর্থকদের জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবেই ধরা দেবে। এ বিষয়ে মেটা ব্লগ পোস্টে বলেছে, 'সাবেক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প–যিনি রিপাবলিকান পার্টির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে) মনোনীত প্রার্থী–(ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে) আর উচ্চতর স্থগিতাদেশের শাস্তির অধীন হবেন না।' এর আগে, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকেরা ক্যাপিটল হিলে ভাঙচুর চালানোর এক দিন পরে তার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। সে সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়–তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহিংসতায় জড়িত ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছিলেন। পরে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেটা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট আবারও সক্রিয় করে, তবে তাতে নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।

অবশেষে সেই নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেয়া হলো। মেটার ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে, 'রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে আমাদের দায় মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমেরিকান জনগণ এই তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মনোনীতদের বক্তব্য জানার অধিকার রাখেন।'

এতে আরও বলা হয়েছে, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীরাও আর সব ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের মতো একই কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের অধীন থাকবেন।'

অবৈধ বিয়ের মামলা থেকে খালাস পেলেন ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা খানকে অবৈধ বিয়ের মামলা তথা ইদ্দত মামলা থেকে খালাস দিয়েছেন দেশটির এক আদালত। পিটিআই ও ইমরান খানের আইনজীবী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শনিবার (১৩ জুলাই) পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (এডিএসজে) আফজাল মাজোকা ইমরান দম্পতিকে খালাসের এই রায় প্রদান করেন।

পাকিস্তানের ওই আদালত বলেছেন, 'যদি অন্য কোনো মামলায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা না থাকে, তাহলে ইমরান খান এবং বুশরা বিবিকে অবিলম্বে (কারাগার থেকে) মুক্তি দেওয়া উচিত।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের নির্বাচনের আগে এই দম্পতিকে অবৈধ বিয়ের মামলায় সাত বছরের জেল দেওয়া হয়। সেইসময় ওই আদালত রায় দিয়েছেন যে, ২০১৮ সালে আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা বুশরা বিবির সঙ্গে ইমরান খানের যে বিয়ে হয়েছে, তা ছিল অনৈসলামিক এবং অবৈধ।

পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক ও বর্তমানে এই রাজনীতিবিদকে ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা আর্জেন্টিনার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে আর্জেন্টিনা। এই গোষ্ঠীর সব আর্থিক সম্পদও জব্দ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

দেশটির অতি-ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলির জন্য এটি একটি বড় প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ তিনি সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে চাচ্ছেন।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর দখলদার ইসরায়েলের অবৈধ বসতিতে হামাসের যোদ্ধারা যে হামলা চালিয়েছেন, সেটির পরিপ্রেক্ষিতে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে মাইলি ইসরায়েলি সরকারের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের জন্য জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ইসরায়েলি দূতাবাস প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা নিয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তবে এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা জানায় ফিলিস্তিনিরা।

প্রেসিডেন্ট মিলেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন। কিন্তু ইহুদি ধর্মের প্রতি তার টান রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত বছর ইসরায়েলে হামাস যে হামলা চালিয়েছে, সেটিকে হিটলারের সময়ের 'ইহুদি গণহত্যা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। এছাড়া হামাসের কার্যক্রমকে '২১ শতকের নাৎসিবাদ' হিসেবেও অভিহিত করেছেন ডানপন্থী এ প্রেসিডেন্ট।

প্রতিবন্ধী তরুণকে কুকুর লেলিয়ে হত্যা করল ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সেনাদের লেলিয়ে দেওয়া কুকুরের আক্রমণে মারা গেছে ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত তথা এক শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তরুণ। গাজা উপত্যকার সুজাইয়াতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৪ বছর বয়সী ওই তরুণের নাম মোহাম্মদ বাহর। সে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকত। সে ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিল। তরুণটি কথা বলা থেকে শুরু করে কিছুই করতে পারত না।

মোহাম্মদ বাহরের মা নাবিলা আহমেদ বলেছেন, গত ২৭ জুন থেকে সুজাইয়াতে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা ব্যাপক হামলা চালায়। ওই দিন থেকে নিজেদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন তারা।

কিন্তু একদিন তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় ইসরায়েলিরা। এসেই প্রথমে একটি কুকুরকে বাড়ির ভেতর ছেড়ে দেয়। ওই কুকুরটি মোহাম্মদকে কামড়ে ধরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

নিহত ওই ফিলিস্তিনি তরুণের মায়ের আক্ষেপ, প্রতিবন্ধী হওয়ার পরও মোহাম্মদকে ছেড়ে দেয়নি তারা। সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আলাদা একটি রুমে নিয়ে যায়। সেখানে কুকুর লেলিয়ে দেয় তারা। ওই সময় সেই রুম থেকে প্রচণ্ড চিৎকার করছিল মোহাম্মদ।

ইসরায়েলিরা সুজাইয়া থেকে চলে যাওয়ার পর গত বুধবার মোহাম্মদের পরিবার দ্রুত তাদের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান বাড়িতে পড়ে আছে তার গলিত মরদেহ। এ ছাড়া তারা দেখতে পান, মোহাম্মদের মুখমণ্ডল পোকামাকড়ে খাচ্ছিল।

মোহাম্মদের মা নাবিলা আহমেদ বলেন, 'তার চিৎকার এবং কুকুর থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টার যে চিত্র আমি দেখেছি তা ভুলতে পারছি না।'

মুহাম্মদে ৭১ বছর বয়সী মা জানিয়েছেন, ইসরায়েলিদের হামলার সময় তারা বাড়িতে ১৬ জন ছিলেন। যার মধ্যে তার দুই ছেলে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা ছিল। ইসরায়েলিদের ছোড়া বোমা যেন গায়ে আঘাত না হানে সেজন্য শিশুরা বাথরুমে অবস্থান করছিল। কিন্তু মুহাম্মদকে ঘরের ভেতরই রেখেছিলেন তারা। ফলে কুকুরটি প্রবেশ করে তাকে প্রথমে কামড়ে ধরে।

তার মা বলেছেন, কুকুরটি তার বুকে কামড় দেয়। এরপর হাত কামড়ে ধরে সেটি ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। মুহাম্মদ চিৎকার করছিল আর নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ওই সময় তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল।

কুকুর যখন হামলা করে তখন তিনি ইসরায়েলি সেনাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন তার ছেলে প্রতিবন্ধী। একটা সময় কুকুরটিকে ছাড়ায় তারা। কিন্তু মুহাম্মদকে নিয়ে যাওয়া হয় আলাদা রুমে। তার মা তাকে ছেড়ে দিতে বললেও দেওয়া হয়নি। এর বদলে ওই রুমে একজন চিকিৎসক প্রবেশ করে তাকে চেতনাশক প্রয়োগ করে। এরপর আর মুহাম্মদের কোনো কথা বা চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়নি। তার মা জানিয়েছেন, এক সৈন্যকে তিনি জিজ্ঞেস করেন মুহাম্মদ কোথায়। জবাবে সে বলে মুহাম্মদ আর নেই।

ড. শহীদুল্লাহের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, ভাষাসৈনিক, মহান ওলিয়ে কামেল,সুফিয়ে বরহক, মুফাক্কিরে ইসলাম, শামসে আলম, পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরীয়ত আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (রহ:) (১৮৮৫-১৯৬৯) এর ৫৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী স্মরণে ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক অনিয়মিত কাগজ কিরাত বাংলার আয়োজনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবন কর্মের উপর জাতীয় সেমিনার গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম একাডেমি মিলনায়তনে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও কিরাত বাংলার সম্পাদক সোহেল মোহাম্মদ ফখরুদ-দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ওয়ার্ল্ড মুসলিম হিস্ট্রি এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লায়ন মুহাম্মদ শওকত আলী নূর। চট্টগ্রামে সেমিনারে বিজ্ঞ আলোচক গন বলেছেন, জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের নামে বাংলাদেশে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানান । সেমিনারে বক্তারা আরো বলেছেন , ঐতিহাসিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্য, বাংলার ইতিহাস, মাতৃভাষা বাংলা রক্ষা, বাংলায় বর্ণ আবিস্কারে চর্যাপদ, ধর্ম, সভ্যতা বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বাঙালি জাগরনের কালজয়ী মনীষী। সেমিনারের উদ্বোদন করেন কিরাত বাংলার প্রধান সম্পাদক, লেখক লায়ন দুলাল কান্তি বড়ুয়া। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘরের উপ পরিচালক, ইতিহাসবিদ ড. আতিউর রহমান,লেখক গবেষক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মরমী কবি শাহাজাদা এস এম সিরাজ উদ দৌলা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান গবেষক ড. সবুজ বড়ুয়া শুভ, ভাষাগবেষক অধ্যাপক ডা. মআআ মুক্তাদীর, সাংস্কৃতিক সংগঠক ভাস্কর ডিকে দাশ মামুন, কাজী গোলাপ রহমান, ওসমান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ মুসলমান ইতিহাস সমিতির মহাসচিব মাস্টার আবুল হোসাইন প্রমুখ। সভায় কিরাত বাংলা কতৃক দুইজন লেখক গবেষক যথাক্রমে মরমী কবি গবেষক শাহজাদা এস এম সিরাজ উদ দৌলাহ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান লেখক গবেষক ড. সবুজ বড়ুয়া শুভ কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মৃতি (স্বর্ণপদক সম্মান) ২০২৪ প্রদান করা হয়।

আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইরানের রাজনীতিতে কট্টরপন্থী থেকে ক্ষমতা এখন সংস্কারপন্থীর হাতে। তবুও দেশটির পশ্চিমাবিরোধী নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরান কোনো রকম সমঝোতা করতে রাজি নয়। এবার ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানান, চাপে ফেলে ইরানকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি কিছুটা হুঁশিয়ারও করেছেন।

নির্বাচিত হয়েই পেজেশকিয়ান জানিয়েছিলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ঘোষিত মূলনীতির বিপক্ষে যায়, এমন কোনো পদক্ষেপই তিনি নেবেন না।

শনিবার এক বিবৃতিতে পেজেশকিয়ান চীন ও রাশিয়াকে বন্ধু উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রেরবোঝা উচিত, সেই সাথে এই বাস্তবতাকেও মেনে নেওয়া উচিত। ... ইরান চাপে পড়ে কিছু করে না, করবেও না। একই সঙ্গে পরমাণু অস্ত্রের ব্যাপারেও ইরানের অবস্থান পরিষ্কার করে পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান সরকারের প্রতিরক্ষা কৌশলে পরমাণু অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

পেজেশকিয়ান ৫ জুলাই দ্বিতীয় দফা ভোটে কট্টর রক্ষণশীল সাঈদ জালিলিকে হারান। গত মে মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করে ইরান। বিবৃতিতে চীন ও রাশিয়া প্রসঙ্গে পেজেশকিয়ান বলেন, কঠিন সময়ে চীন ও রাশিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে ইরানের পাশে ছিল। আমাদের কাছে এ বন্ধুত্ব খুবই মূল্যবান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় হেপাটাইটিসে আক্রান্ত ৭০ হাজারের বেশি মানুষ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হেপাটাইটিসে আক্রান্ত ৭০ হাজারের বেশি মানুষ।

আলজাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। গাজার হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে এতো বেশি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

গাজার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজা উপত্যকার বিভিন্ন অংশে বাস্তুচ্যুত হয় ১ দশমিক ৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ। এ ফলে ভাইরাল হেপাটাইটিসে ৭১ হাজার ৩৩৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গাজার ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ দীর্ঘস্থায়ী বড় রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এদিকে গাজা শহরের কিছু অংশ থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সরে যাওয়ার পর তাল আল-হাওয়া এলাকা থেকে ফিলিস্তিনির একের পর এক লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি উদ্ধারকর্মীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শুক্রবার গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র মাহমুদ বাসল বলেন, গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা দলগুলো বেঁচে যাওয়া লোকদের উদ্ধারে এগিয়ে যায়। ফিলিস্তিনের উদ্ধারকর্মীরা ৬০টি লাশ উদ্ধার করেছে। নিহতদের বেশির ভাগই নারী, শিশু ও একই পরিবার। কিছু মৃতদেহ কুকুরে খাচ্ছিল। ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের লাশ দাফন করে কর্তৃপক্ষ। অন্যদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিরক্ষা দলগুলো জানিয়েছে, এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা ও ভবনগুলো থেকে মৃত ও আহতদের উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাজা শহরে একটি পরিকল্পিত গণহত্যা চালানোর জন্য ইসরায়েলি বাহিনীকে অভিযুক্ত করেছেন গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের মহাপরিচালক ইসমাইল আল-থাওয়াবতা। অন্যদিকে আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলায় চার ত্রাণকর্মীর নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের মানবিক সংস্থা আল-খায়ের ফাউন্ডেশনের একজন সিনিয়র কর্মী সদস্য ছিলেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩৮ হাজার ৩৩৫ জন নিহত এবং ৮৮ হাজার ২৯৫জন আহত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

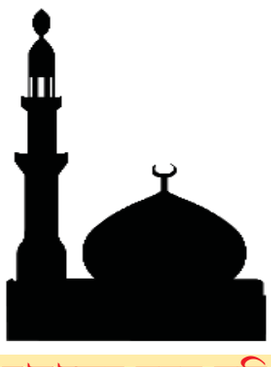

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৯	৫.০০
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

হাসপাতালে ভর্তি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: অবকাশ যাপনে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। অতিরিক্ত গরমে পানিশূন্যতার কারণে কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শনিবার সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা ভালো, তবে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসকরা তাকে হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাশিয়ার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি, স্বামীসহ অস্ট্রেলীয় মহিলা সেনা গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার এক নারী সেনা ও তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বলছেন, রুশ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় নাগরিক এই দম্পতি অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের (এডিএফ) নথি সংগ্রহ করেছিলেন মস্কোর কাছে পাচারের জন্য।

শুক্রবার (১২ জুলাই) ৪০ বছর বয়সী সেনা কর্মকর্তা কিরা করোলেভ এবং তার ৬২ বছর বয়সী স্বামী ইগর করোলেভকে ব্রিসবেনের আদালতে হাজির করা হয়। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) কমিশনার রিস কারশো বলেন, গত এক দশক ধরে এই দম্পতি অস্ট্রেলিয়ায় আছেন এবং তারা দু'জনেই আস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ বলেছেন, তাকে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে বিস্তারিত সব জানিয়েছে। তবে মামলাটি আদালত বিচারাধীন থাকায় এ নিয়ে এখন তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। ইগরের নিজস্ব কর্মসংস্থান আছে। আর কিরা সেনাবাহিনীতে তথ্য ব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ হিসাবে কাজ করছিলেন।

নাইজেরিয়ায় ক্লাস চলাকালীন ধসে পড়ল স্কুল, নিহত ২২

আপনজন ডেস্ক: উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ায় ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় ধসে পড়েছে একটি দোতালা স্কুল। এ ঘটনায় অন্তত ২২ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী। সংবাদমাধ্যম এপি জানিয়েছে, প্লাতেউ রাজ্যের সেইন্টস অ্যাকাডেমি কলেজে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে নিহতদের পাশাপাশি ২৬ জনকে একটি নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকার এই ঘটনায় স্কুলের 'দুর্বল কাঠামো এবং নদীর পাশে অবস্থিত' হওয়ার বিষয়টিকে দোষারোপ করেছে। যেসব স্কুলের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে সেগুলো বন্ধ করে দিতে আহ্বান জানিয়েছে তারা।

নাইজেরিয়ার জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, উদ্ধাকারী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

প্লাতেউর তথ্য কমিশনার মুসা আসোমস এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রায় ১০০ জন আটকা পড়েছিলেন। অনেককে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, আহতরা যেন দ্রুত চিকিৎসা পান সেজন্য স্থানীয় হাসপাতালগুলোকে কোনো ধরনের কাগজপত্র ও অর্থ ছাড়া চিকিৎসা দিতে সরকার নির্দেশনা দিয়েছে।

ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে হত্যার ঘটনায় ৫ জনের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিওকে হত্যার দায়ে দেশটির অন্যতম বড় অপরাধী চক্রের ৫ সদস্যকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সাবেক সাংবাদিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য ফার্নান্দো গত বছরের আগস্টে রাজধানী কিটোতে নির্বাচনী প্রচারণাকালে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। শনিবার (১৩ জুলাই) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, লস লোবোস গ্যাংয়ের নেতা কার্লোস অ্যাঙ্গুলো এবং লরা কাস্টিলাকে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনার জন্য ৩৪ বছর আট মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় অভিযুক্ত আরো দুই পুরুষ ও এক নারীকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে কিটোর আদালত।

আদালতের শুনানিতে আইজীবীরা অভিযোগ করেছিলেন, 'দ্য ইনভিজিবল' হিসেবে পরিচিত অ্যাঙ্গুলো কিটো কারাগার থেকে ওই হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ত্র মামলায় তিনি ৫৪ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে অ্যাঙ্গুলো। তিনি দাবি করেন, ভিলাভিসেনসিও হত্যার ঘটনায় তাকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে। কাস্তিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হত্যার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮৯ সংখ্যা, ৩০ আষাঢ় ১৪৩১, ৭ মহরম, ১৪৪৬ হিজরি

বিশৃঙ্খল

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার–এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল'। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাৎপদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

১০ বছর পর এসে কেন অরুন্ধতীর বিচার

নয়াদিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর গত মাসে ভারতীয় অধিকারকর্মী ও বুকার পুরস্কারজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায়কে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) অধীনে বিচার করার জন্য পুলিশকে অনুমতি দিয়েছেন। ২০১০ সালে কাশ্মীরে যখন অস্থির পরিস্থিতি চলছিল, তখন অরুন্ধতী বলেছিলেন, কাশ্মীর 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' নয়। এর পরপরই তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেই অভিযোগ আনার প্রায় ১৪ বছর পর এখন তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। লিখেছেন শশী থারুর...

নয়াদিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর গত মাসে ভারতীয় অধিকারকর্মী ও বুকার পুরস্কারজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায়কে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) অধীনে বিচার করার জন্য পুলিশকে অনুমতি দিয়েছেন। ২০১০ সালে কাশ্মীরে যখন অস্থির পরিস্থিতি চলছিল, তখন অরুন্ধতী বলেছিলেন, কাশ্মীর 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' নয়। এর পরপরই তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেই অভিযোগ আনার প্রায় ১৪ বছর পর এখন তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে।

বেশির ভাগ দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করা অবৈধ। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতা ভারতে একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। কারণ, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার বিদায় নেওয়ার আগে ভারত ভাগের সময় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনো শুকায়নি।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ইসলামপন্থী পাকিস্তানের সৃষ্ট ঘা এখনো তাজা রয়েছে। সেই ঘা পাকিস্তান ক্রমাগত উসকে দিচ্ছে এবং মাঝেমধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে। মূলত ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে তা পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত করার জন্য সেখানকার সন্ত্রাসীদের তারা মদদ দিয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমি মাথায় রেখে বলা যায়, অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্যকে উসকানিমূলক ও অবিবেচনাপ্রসূত–দুটিই বলা যায়। আবার কাশ্মীর দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং তার অকাট্য প্রমাণ আছে বলে যে দাবি করা হয়, তা স্পষ্টত ভুল। আদতে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে অবাস্তব ও অন্যায্য কিছু দাবি করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আবার যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্যে জনসাধারণ উদ্দীপ্ত হয়, তাঁদের স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয়ে বিতর্কিত কোনো কথা উচ্চারণ করা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

একজন ব্যক্তি ও লেখক হিসেবে আমি রায়কে যতটা প্রশংসা করি, আমি তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধবিচারকে সব সময় ততটা উচ্চ মূল্যায়ন করি না।

অরুন্ধতীর এই বক্তব্য দেওয়া তেমনি একটি ঘটনা ছিল। দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করার অভিযোগ অস্বীকার করে অরুন্ধতী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছেন।

ওই সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলেন, 'আমি যা বলি, তা দেশের প্রতি আমার প্রেম এবং দেশকে নিয়ে আমার গৌরব থেকে আসে।' তিনি লিখেছিলেন, 'আমার আফসোস হয় সেই জাতির জন্য যে তার লেখকদের মনের কথা বলতে দেয় না, তাদের চুপ করিয়ে রাখে।'

অরুন্ধতীর মতো একজন জনপ্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় লেখককে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা সম্ভবত সরকারের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। পশ্চিমা বিশ্বে অরুন্ধতী রায় খুবই পরিচিত একটি মুখ। এমনিতেই পশ্চিমে ভারতের বিজেপি সরকারকে 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, সেখানে অরুন্ধতীর এই মামলা ভারতের গণতন্ত্রের মানকে আরও নিচে নামিয়ে দেবে।

কেউ তাঁর অনুপ্রেরণাসূচক কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে করুক বা না করুক, ১৪ বছর পর তাঁর মন্তব্যের জন্য তাঁকে বিচার করা হচ্ছে, এটি স্পষ্টই আইনের বাড়াবাড়ি ব্যবহার। এমনকি ২০১০ সালে অরুন্ধতীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনকে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল, যদিও তখন তারাই ক্ষমতাসীন ছিল।

তৎকালীন বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অরুন্ধতী রায়ের বিচারের দাবি জানিয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকার (ওই সরকারে আমি একজন মন্ত্রী ছিলাম) কাশ্মীরে স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে একটি শান্তি ও পুনর্মিলন সংলাপে যুক্ত ছিল।

সে সময় কংগ্রেস সরকার মনে করেছিল, অরুন্ধতী রায়কে বিচারের মুখোমুখি করা একটি অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি করবে।

অরুন্ধতীর মন্তব্য নিয়ে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শিগগিরই ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছিল। ওই সময় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁর বক্তব্যকে আমলে নিয়ে একটি মামলা করেছিল, তবে সেই মামলা আর এগোয়নি।

মূলত সে সময়ের সরকার মনে করেছিল, অরুন্ধতীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগটি থানার খাতায় টুকে রাখলে তিনি এই বার্তা পেয়ে যাবেন যে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সরকার একমত নয়। আসলে তিনি যাতে এ ধরনের মন্তব্য ভবিষ্যতে আর না করেন, সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই ওই অভিযোগটি নিবন্ধিত করা হয়েছিল। তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ইচ্ছা সরকারের ছিল না।

অরুন্ধতীর করা মন্তব্যকে এই আইনের আওতায় ফেলে তাঁর বিচার করা হলে সেটি রাষ্ট্রের দিক থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ, ১৪ বছর আগে তাঁর কিছু ভুল নির্বাচিত শব্দ রাষ্ট্রের জন্য কোনো নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করে না। এ ধরনের একজন বিশ্বনন্দিত লেখক এবং অধিকারকর্মীকে কিছু ভুল শব্দ প্রয়োগ করার জন্য বিচারের কাঠগড়ায় তোলাটা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অযোগ্যতার মাত্রাই প্রদর্শন করে। তা ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভিন্ন মত দমন করার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগ করা ভারতজুড়ে বাক্‌স্বাধীনতার গণ্ডিকে আরও সংকুচিত করে ফেলবে। তবে এতে সম্ভবত আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এটি সেই সরকার, যারা তাদের মতের বিরোধী সবাইকে 'দেশবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করে এবং 'পাকিস্তানের চলে যেতে' বলে; যেন ভারতে ভিন্ন মত প্রকাশের কোনো স্থান নেই।

কিন্তু এখন রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ বদলে গেছে। বিজেপি এখন ক্ষমতায়। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের চেয়ে এই সরকারের ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণুতা অনেক কম।

মনে হচ্ছে গত নির্বাচনে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর বিজেপির আগেকার কঠোর অবস্থান থেকে নমনীয় অবস্থানে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

ভারতের ঔপনিবেশিক যুগের রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের পরিবর্তে ইউএপিএ নামের আইনটি মূলত সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই আইনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। অরুন্ধতীর করা মন্তব্যকে এই আইনের আওতায় ফেলে তাঁর বিচার করা হলে সেটি রাষ্ট্রের দিক থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ, ১৪ বছর আগে তাঁর কিছু ভুল নির্বাচিত শব্দ রাষ্ট্রের জন্য কোনো নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করে না। এ ধরনের একজন বিশ্বনন্দিত লেখক এবং অধিকারকর্মীকে কিছু ভুল শব্দ প্রয়োগ করার জন্য বিচারের কাঠগড়ায় তোলাটা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অযোগ্যতার মাত্রাই প্রদর্শন করে।

তা ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভিন্ন মত দমন করার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগ করা ভারতজুড়ে বাক্‌স্বাধীনতার গণ্ডিকে আরও সংকুচিত করে ফেলবে।

তবে এতে সম্ভবত আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এটি সেই সরকার, যারা তাদের মতের বিরোধী সবাইকে 'দেশবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করে এবং 'পাকিস্তানের চলে যেতে' বলে; যেন ভারতে ভিন্ন মত প্রকাশের কোনো স্থান নেই।

এটি সেই সরকার, যারা ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরকে একতরফাভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই রাজ্যটির স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে।

এই বিজেপি সরকার নিয়মিত ভারতকে 'গণতন্ত্রের মা' বলে থাকে। কিন্তু তারা মহাত্মা গান্ধীর সেই ভারতে বিশ্বাসী নয়, যেখানে সহিংসতা না ঘটানো যেকোনো বক্তব্য দেওয়াকে অনুমোদন দেওয়া হয়। অরুন্ধতী রায়ের এই মামলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিজেপি ভারতের ভেতরকার তার ভিন্ন মতাবলম্বীদের যে কঠিন বার্তা দিতে চায়, তা হলো মেনে নাও।

তবে অরুন্ধতীর মতো একজন জনপ্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় লেখককে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা সম্ভবত সরকারের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

পশ্চিমা বিশ্বে অরুন্ধতী রায় খুবই পরিচিত একটি মুখ। এমনিতেই পশ্চিমে ভারতের বিজেপি সরকারকে 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, সেখানে অরুন্ধতীর এই মামলা ভারতের গণতন্ত্রের মানকে আরও নিচে নামিয়ে দেবে।

শশী থারুর ভারতের কংগ্রেস পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য, যিনি টানা চতুর্থ মেয়াদে লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট,

রোহিঙ্গারা কোন পক্ষে, জান্তা না আরাকান আর্মি?

পল গ্রিনিং

আনেকে দাবি করেন, উত্তর রাখাইনে আসলে কী ঘটছে সেটা তাঁরা জানেন। কিন্তু বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিচার করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বেশির ভাগ মানুষই তাঁদের নিজেদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করছেন। ফলে প্রকৃত সত্যের মাঝামাঝি কোথাও তাঁরা অবস্থান করছেন। গত ২৬ মার্চ ইরাবতীতে প্রকাশিত আমার 'মিয়ানমারের জান্তা রাখাইন ও রোহিঙ্গা দুই পক্ষকে বোকা বানাতে খেলছে' শিরোনামের নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখেছিলাম, 'রাখাইন রাজ্যে অস্তিত্ব-সংকটের মুখে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মরিয়াভাবে জাতিগত বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। প্রশ্ন হলো, রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে মিলমিশটা কতটা গভীর হয়েছে, জান্তার খেলাটা তারা কতটা গভীরভাবে দেখতে পারছে ও জান্তার খেলা তারা কতটা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে এবং জান্তার পুতুলে পরিণত হওয়া তারা কতটা ঠেকাতে পারছে?'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যদি বিচার করি, তাহলে এটা বলা যায় যে জান্তা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছে। চরমপন্থী ও পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্য বিস্তার করছে এবং মধ্যপন্থীদের বক্তব্য ডুবিয়ে দিচ্ছে। এটাই জান্তার উদ্দেশ্য। আর তাদের ৭০ বছরের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে অনেকে গণহত্যাসহ নানা ধরনের অপরাধের অভিযোগ তুলে আরাকান আর্মিকে দায়ী করছেন। কিন্তু জান্তার অপরাধগুলো তাঁরা উল্লেখ করছেন না। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে অনেকগুলো প্রকৃতপক্ষে সামরিক জান্তা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রোহিঙ্গা অভিবাসী ও আন্দোলনকর্মীদের অনেকে একই সুরে কথা বলছেন। আরাকান আর্মি বর্ণবাদী টুইটের মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। ফলে ক্ষোভ ও উত্তেজনা তীব্র হচ্ছে। আরাকানে সব পক্ষের মধ্যে সমানুভূতি ও বোঝাপড়ার ঘাটতি রয়েছে। সামরিক জান্তার অবস্থান হলো, 'আমরা যদি এটা না পাই, তাহলে সেটা ঝাড়েবংশে ধ্বংস করে দেব।' তারা বুথিডাং ও সিত্তেতে রোহিঙ্গাদের আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য করেছে। এ ঘটনা অনেক রাখাইনকে, এমনকি আরাকান আর্মির নেতৃত্বকে ক্ষুব্ধ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে যে জান্তারা রোহিঙ্গাদের প্রতিবাদে নামতে বাধ্য করেছে। এরপর জান্তা কিছু রোহিঙ্গাকে সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়। অথচ সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় না। আর ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার চেষ্টা করেছিল। একটা অসুবিধাজনক সত্য হচ্ছে, কিছু রোহিঙ্গা সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সেটা উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আরাকান আর্মির প্রধান ওয়াং খা নাইং এক্সে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেখানে সমানুভূতির ঘাটতি ছিল।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা প্রায় সবার কাছ থেকে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। তারা সামরিক সরকার, দ্য ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি), রাখাইনদের হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছে। আবার রোহিঙ্গাদের প্রতি যারা সমব্যথী তারাও তাদেরকে উপেক্ষা করেছে। সুতরাং রোহিঙ্গাদের অনেকে জান্তাবিরোধী লড়াইকে বিপ্লব বলে মনে করছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন রোহিঙ্গা বিদ্রূপ করে লিখেছেন, 'কী বিপ্লব!' অনেক রোহিঙ্গার কাছে এটা কেবল বেছে নেওয়ার ব্যাপার যে তাদের জন্য সেরা বিকল্পটা কারা। কিছু রোহিঙ্গা তাই বিশেষ প্রশাসনিক কাউন্সিলকে বেছে নিচ্ছে। কারণ, তারা মনে করছে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কাউন্সিলই জিতবে এবং তাদেরকে খাদ্য, ইউনিফর্ম ও বন্দুক দিচ্ছে। আরাকান আর্মি মনে করছে, তারা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা দিয়েছে। অথচ কিছু রোহিঙ্গা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জান্তার পক্ষে যোগ দিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠসংখ্যক রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের বিপ্লবকে সমর্থন করে। অনেকে আরাকান আর্মির চালু করা প্রশাসন, পুলিশ ও এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আরাকান আর্মির প্রধান সাম্প্রদায়িক দোষারোপের ফাঁদে আটকা পড়েছেন। আরাকান আর্মির কিছু সদস্য কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা করেছে। এটা মূলত ঘটেছে আরাকান আর্মির প্রতি রোহিঙ্গা অভিবাসী ও আন্দোলনকর্মীদের নিন্দা ও অভিযোগের কারণে। এই অভিযোগ ও নিন্দা আরাকান আর্মির নেতৃত্বকে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নামে ছদ্ম অ্যাকাউন্ট খুলে উত্তেজক বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

মংডু এখন সবার মনোযোগের কেন্দ্র। রোহিঙ্গা, রাখাইন হিন্দু, মারামাগ্রিসসহ (বড়ুয়া) আরও কিছু জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা সেখানে আটকা পড়েছে। গত ১৪ জুন থেকে আরাকান আর্মি মংডুর বাসিন্দাদের সরে যেতে সতর্ক করে। যাদের টাকাপয়সা আছে, তারা এরই মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছু ধনী রোহিঙ্গা ইয়াঙ্গুনে চলে গেছে। আশপাশের গ্রামের কিছু রোহিঙ্গা এরই মধ্যে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো কেন মংডুতে রয়ে গেছে? রোহিঙ্গা, রাখাইন ও বড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে এর পেছনে কয়েকটি কারণ জানতে পেরেছি। এর মধ্যে তথ্যের ঘাটতি, ঘরবাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে ভয়, টাকাপয়সার সংকট, জান্তার তল্লাশিচৌকি, জান্তার রোহিঙ্গা যোদ্ধা অথবা আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি আর্মির হামলার মুখে পড়ার শঙ্কা করছে তারা। বয়স্ক যারা, তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে যেতে রাজি নয়। আরাকান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রোহিঙ্গা গ্রাম আছে, সেখানে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রোহিঙ্গা গ্রামগুলো পাড়ি দিয়ে যারা অন্যখানে পালাতে চাইছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে গ্রামবাসী। সর্বশেষ জানা যাচ্ছে, মংডুতে যারা আটকা পড়েছে, তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে আরাকান আর্মি। এ প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায় যে আরাকান আর্মি মংডু হামলা করবে কিন্তু বেসামরিক মানুষের হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে রাখতে চায়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা উল্লেখ করা দরকার সেটা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ রাখাইন ও রোহিঙ্গা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়। এই সংকটজনক মুহূর্তে সব পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া, পারস্পরিক সংলাপ দরকার, যাতে সামরিক জান্তার জাতিগত বিভাজনের মনস্তাত্ত্বিক খেলার ফাঁদ এড়ানো যায়।

পল গ্রিনিং জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

রায়গঞ্জে ত্রিমুখী লড়াই সাফল্য আনল তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, এবং ত্রিমুখী লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বিজেপির মানস কুমার ঘোষ এবং কংগ্রেসের মোহিত সেনগুপ্তকে পরাজিত করে এই সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। কৃষ্ণ কল্যাণী এই জয়ে অভিভূত এবং রায়গঞ্জের জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "এই জয় শুধুমাত্র আমার নয়, এটা রায়গঞ্জের মানুষের জয়। আপনারা আমাকে যে সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়েছেন, তা আমি কখনো ভুলব না। যানজট সমস্যা ও উড়ালপুল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয়ের পিছনে মূল কারণ হিসেবে কৃষ্ণ কল্যাণীর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতি তার আন্তরিকতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তিনি তার নির্বাচনী প্রচারে যানজট সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজেপির মানস কুমার ঘোষ পরাজয়ের পর বলেন, "আমি মানুষের রায়কে সম্মান করি এবং কৃষ্ণ কল্যাণীকে অভিনন্দন জানাই। ভবিষ্যতে আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করব।" কংগ্রেসের মোহিত সেনগুপ্তও ফলাফল মেনে নিয়ে বলেন, এই ফলাফল আমাদের জন্য একটি শিক্ষা। আমরা আগামীতে আরও সুসংগঠিত হয়ে কাজ করব। রায়গঞ্জের ভোটাররা এই জয়ে আনন্দিত এবং আশা করছেন যে কৃষ্ণ কল্যাণী তার প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করবেন। যানজট সমস্যা ও উড়ালপুল নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির সমাধান এখন তাদের প্রধান প্রত্যাশা। রায়গঞ্জ উপনির্বাচনে কৃষ্ণ কল্যাণীর এই জয় নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। রায়গঞ্জের জনগণ এখন অপেক্ষা করছে কিভাবে তিনি তার প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত করবেন এবং এলাকায় উন্নয়ন আনবেন।

টাস্ক ফোর্স এলেই সবজির দাম কমছে, চলে গেলেই বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবজির দাম নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করেন। ১০ দিন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট , টাস্ক ফোর্স এবং কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধি দলকে বাজারে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন। কলকাতা শহরের প্রতিটি সবজি বাজার থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, ডিম সমস্ত দোকানগুলিতে পরিদর্শন করছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরাএবং যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা চড়া দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করছেন তাদের একবার ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে। ন্যায্য দাম নেওয়ার জন্য । যদি এর পরেও এর অন্যথা হয় তাহলে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনটাই জানালেন টাস্ক ফোর্স সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। শনিবার তারা লেক মার্কেট এবং গড়িয়াহাট মার্কেট পরিদর্শন করেন এবং সেখানে সমস্ত সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন রাখেন। গড়িয়াহাট মার্কেটে সবজির দাম যথাক্রমে আলু ৩০ থেকে ৩৫, পটল ৬০ থেকে ৭০টাকা ,টমেটো ৫০ থেকে ৬০ ,পেঁয়াজ ৪০ থেকে ৫০, গাজর ৮০ থেকে ১০০ ,রসুন তিনশ টাকা কিলো দরে বিকোচ্ছে। গড়িয়াহাট মার্কেটে মুরগির মাংস ২৩০ টাকা কেজি প্রতি এবং লেক মার্কেটে মুরগির মাংস ২৬০ টাকা কেজি প্রতি।
মুরগির ডিম লেক মার্কেটে সাত টাকা, গড়িয়াহাট মার্কেটে আট টাকা। যদিও স্থানীয় ক্রেতাদের দাবি এই টাস্ক ফোর্সকে দেখে দোকানিরা এত কম দাম বলছেন। এর থেকে অনেক বেশি দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে।
এরা চলে গেলে আবার তারা চড়া দামে বিক্রি করছেন জিনিসপত্র। আমজনতা বাধ্য হচ্ছে চড়া দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে।

খড়গপুরে সমাজকর্মীদের কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খড়গপুর

আপনজন: খড়গপুরের সমাজকর্মী ইরশাদ হুসেন, জনাব মোহাম্মদ সোহেল রাজা, জনাব মোহাম্মদ রউফ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান শামীম আখতার, সাধারণ সম্পাদক আশফাক আহমেদ, সহ-সভাপতি শাহজাদ আনোয়ার এবং প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সরফরাজ। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু চেয়ারম্যান জনাব শামীম আখতার যোগদানের পরে নিম্নলিখিত পদগুলি দিয়েছেন: জনাব ইরশাদ হুসেনকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের ওয়ার্কিং চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হয়েছে, জনাব মোহাম্মদ সোহেল রাজাকে পশ্চিমবঙ্গের সচিব পদ দেওয়া হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সংখ্যালঘু বিভাগ এবং মহম্মদ রউফকে খড়গপুর টাউন কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হয়েছে।

মানিকচক ব্লকের কয়েকটি গ্রামে শুরু হয়েছে ভাঙন, জমি তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মানিকচক ব্লকের কয়েকটি গ্রামে শুরু হয়েছে ভাঙন। গত বছর ভাঙনে বেশ কিছু জমি তলিয়ে গেছে গঙ্গায়। এবারও সেই আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন গঙ্গার পাড়ের মানুষেরা। এবার নতুন করে ঈশ্বরটোলা, কামান্তিপুর, দক্ষিণ হুকমতটোলায় শুরু হয়েছে ভাঙন। নিজের জমির মধ্যে থাকে পাড়ের আমগাছ, বাঁশগাছ কেটে অন্যত্র সরিয়ে যাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। যে হারে গঙ্গার ভাঙন দেখা দিয়েছে, তাতে ঈশ্বরটোলা-সহ কামান্তিপুর, দক্ষিণ হুকমতটোলা এই ৩ গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবার প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের ঈশ্বরটোলা-সহ পাশাপাশি গ্রামে গত বছর ভাঙনে কয়েক বিঘা তলিয়ে গেছে। এবার ভাঙন শুরু হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বাসিন্দারা জানান, 'এই মুহূর্তে ভাঙনে আমরা অহসায়, দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আতঙ্কে পাড়ের গাছগুলি কেটে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে রাখছি। আমাদের সবই গঙ্গায় চলে যেতে বসেছে। আমাদের বিকল্প থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, সরকার যাতে গঙ্গার পাড়ের বাঁধ বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।'
ভাঙন নিয়ে রাজ্যসভার সংসদ মৌসম নূরের সাথে দেখা করে ভাঙন পীড়িত এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক অ্যাকশন কমিটির সদস্যরা। ছিলেন মুখপাত্র তরিকুল ইসলাম, সম্পাদক ক্ষিদির বক্স,
আহ্বায়ক মোসরেকুল আনোয়ার, গৌতম পাল, জাকির হোসেন-সহ ভাঙন পীড়িত এলাকার প্রতিনিধিরা। তাঁরা জানান, ' নতুন প্রযুক্তিতে জিও সিন্থেটিক টিউবের সাহায্যে রাজ্য সরকারকে ভাঙন মোকাবিলার কাজ করার জন্য আমরা রাজসভার সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সিমেন্টের বস্তা দিয়ে বন্যার সময় কাজ করে রাজ্য সরকার কোটি কোটি জলে ফেলছে। আমাদের প্রস্তাব, নতুন প্রযুক্তিতে জিও সিন্থেটিক টিউবের সাহায্যে গঙ্গার পাড় বাঁধার উদ্যোগ নিলে ১০০ শতাংশ গঙ্গা ভাঙনরোধ করা সম্ভব হবে।
ভাঙনপীড়িত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে আবেদন করেছি আমরা।' সাংসদ মৌসম নূর বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন মালদার একটি প্রধান সমস্যা। আমি মুখ্যমন্ত্রী-সহ সংশ্লষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে ভাঙন সমস্যার কথা তুলে ধরব। আমাদের সরকার ভাঙন পীড়িতদের পাশে রয়েছে।'
এব্যাপারে মানিকরচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী জানান, 'কয়েক দিন ধরে গঙ্গার জলস্তর বাড়ছে। পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। পঞ্চায়েত থেকে ব্লক, সবাই সতর্ক রয়েছি।'

মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে ২১ শে জুলাই-এর প্রস্তুতি সভা বারাসতে

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: কলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশ উপলক্ষে 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতি সভা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নীল দর্পণ সভাকক্ষে জেলার মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি ফরিদ খান, সম্পাদক এহতেশামুল হক, সংখ্যালঘু মহিলা নেত্রী এঞ্জেলীনা, সেখ ফৈয়াজ, পুরোহিত কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কাউন্সিলর গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি প্রমুখ। প্রস্তুতি সভায় একেএম ফারহাদ বলেন 'জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ পুরো রাজ্যজুড়ে চলছে তা বজায় রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী দিনে বৃহত্তর স্বার্থে দেশনেত্রী হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য । ধর্মতলায় তৎকালীন বাম শাসকেরা যেভাবে আক্রমণ করে তেরো জন মানুষের জীবন শেষ করেছিল তার আবেগকে মান্যতা দিয়ে শিক্ষক সমাজও একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ স্মরণে উপস্থিত হবে ।'
একেএম ফারহাদ আরও বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষকরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার সহ বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মধ্যে দিয়ে ধর্মতলা চত্বরে উপস্থিত হবে । পাশাপাশি শিক্ষকরা ঐ দিন শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে দুটি বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে ধর্মতলা অভিমুখে রওনা দেবে বলে জানায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ফারহাদ। সভায় উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাও একুশে জুলাই সকল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর সমর্থকদের কলকাতায় ধর্মতলায় মহাসমাবেশে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ডাকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে বাংলা সম্প্রীতি অটুট রাখতে সকলের সামিল হওয়া উচিত বলে মনে করেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এ দিন সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নেতা নূরুল হক বৈদ্য, নূরুল হক, আবু সুফিয়ান পাইক, সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব কুতুব আখতার, প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন, শম্পা পাত্র, ইমতিয়াজ, জার্জিস হোসেন, নামদার শেখ, সওকাত হোসেন পিয়াদা, ডঃ আসরাফ আলী, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, মোঃ অমিত মন্ডল, আবেদিন হক, আবু সিদ্দিক খান, সুরজিৎ, আজগার আলী প্রমুখ ।

কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক আঁতাত-ই ওবিসি বাতিলের জন্য দায়ী: খাজিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এবং জেলার ১১টি গণসংগঠনের যৌথ সহযোগিতায় শনিবার বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ ডিস্টিক জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল ওবিসি সংরক্ষণ অধিকার বিষয়ক কনভেনশন। শুরুতেই উদ্যোক্তা সংগঠন চাতক ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শেখ মফেজুল কনভেনশনের সূচনা করে পাঁচ জনের সভাপতি মন্ডলীকে মঞ্চে আহ্বান করেন। সভাপতি মন্ডলীর পক্ষে কনভেনশনের পাক-কথন উপস্থাপন করেন ইতিহাস-অন্বেষক খাজিম আহমেদ। খাজিম আহমেদ বলেন, ভারতের মতো একটি বহু জাতিক দেশে ১৮৫৭ সালের পর থেকেই মুসলমান সমাজ সহ অন্যবিধ নিম্ন শ্রেনী ও বর্ণের জনসমাজকে সামাজিক, ধর্মীয় নিপীড়নের মধ্যে সুপরিকল্পিত ভাবেই রেখে দিয়েছে। এই নিষ্পেষণ ও বঞ্চনা হঠাৎই নয়, এর বহিঃপ্রকাশ বর্তমান শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে । এর থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার সুসংগঠিত ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে সরকার ও শাসকগোষ্ঠীকে আন্দোলনের মারফত এই গভীর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে । মহামান্য আদালত ওবিসি শংসাপত্রকে অবৈধ বলে বাতিল করা, শুধু মাত্র একটি জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে শাসকগোষ্ঠীর এক ঐতিহাসিক চক্রান্ত। হাল আমলে 'কর্পোরেট-কমিউনাল নেক্সাস' এর জন্য দায়ী। কাজিম আহমেদ বলেন, তিনি চান, সকল সংগঠন মিলিতভাবে এখন থেকেই আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠুক। কনভেনশনের একটি প্রস্তাবনা পাঠ করেন সভাপতি মন্ডলীর পক্ষে বেলডাঙ্গা নজরুল মঞ্চের সম্পাদক তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হক ।
প্রস্তাবনাকে সমর্থন জানিয়ে ওবিসি শংসাপত্র প্রদানকে অবৈধ বলে মহামান্য আদালতের ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি মঞ্চের পক্ষে সমাজকর্মী তায়েদুল ইসলাম। কনভেনশন এর সহযোগী সংগঠন গুলি হল- চাতক ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি মঞ্চ, এপিসিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি, এম এইচ ওয়েলনেস এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বেলডাঙা নজরুল মঞ্চ, এম এ বি ইনস্টিটিউট অফ জুরিডিক্যাল সাইন্স, অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জিন এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ভাবনা, পিস মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি, আওয়াজ- মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা, মুর্শিদাবাদ প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশন এবং এপিডিআর - মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।
প্রস্তাবনাকে সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা আন্দোলনকে কিভাবে সামনের দিকে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বক্তব্য রাখেন শামসুল আলম, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, রাহুল চক্রবর্তী, আব্দুর সবুর, এম আর ফিজা, হেলাল উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হালিম শেখ, আব্দুল হামিদ সরকার, সংগীতা রহমান, ইন্দ্রজিৎ সরকার প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুন্নি মঞ্চের আনারুল ইসলাম ও ভগবানগোলা নাগরিক মঞ্চের মোহাম্মদ আজমল হক । কনভেনশনে গণসংগীত পরিবেশন করেন টুম্পা ঝা।

মহরম নিয়ে মগরাহাটে শান্তি বৈঠক

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পবিত্র মহরম উপলক্ষে মগরাহাট থানার ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহরম কমিটিগুলিকে নিয়ে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং মগরাহাট থানার ব্যবস্থাপনায় থানার ওসির প্রাঙ্গনরুমে শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ এই শান্তির বৈঠক আয়োজিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মহরমের শোভাযাত্রা ও লাঠি খেলা ইত্যাদি পালন করা হবে কেউ যেন সমাজ বিরোধী বা অসমাজীক কাজ যেন না করে। কোনরকম সমস্যা হলে থানার ফোন নাম্বার ব্যবহার করবেন। পবিত্র ভাবেই মিলিত হয়ে সবাই এই দিনটি পালন করেন সেই আহবান পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এদিনে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানার ওসি ও ব্লক সভাপতি প্রমুখ।

সরকারি কর্মী সমিতির সভা ডায়মন্ডহারবারে

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে শনিবার দিন ডায়মন্ড হারবার মহাকুমার রবীন্দ্র ভবনে, মহাকুমা সম্মেলনে হয়। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড মথুরাপুর লোকসভার নবনির্বাচিত সাংসদ শ্রী বাপি হালদার , ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক নমিতা সাহা। কুলপি বিধানসভার বিধায়ক জগরঞ্জন হালদার, আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তিপদ হালদার, তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য পর্যবেক্ষক প্রতাপ নায়ক। মূলত সরকারি কর্মচারীদেরকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার আহ্বান জানায় আগামী বিধানসভার ভোটে এই রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যাতে প্রতিটি বিধানসভা তে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে তার একটি রূপরেখা তৈরি হয় এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি একুশে জুলাই সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদেরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার বার্তা দেওয়া হয় এই সম্মেলন থেকে।

মহররম নিয়ে শান্তি বৈঠক খয়রাসোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পবিত্র মহররম উপলক্ষে খয়রাশোল থানার বিভিন্ন মহররম কমিটির লোকজন সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং খয়রাশোল থানার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় থানার সভাকক্ষে এদিনের সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মহরমের শোভাযাত্রা,লাঠি খেলা ইত্যাদি পালন করা হবে। কেউ কোথাও অস্ত্র নিয়ে খেলা না করেন সেই আহ্বান জানানো হয় সভা থেকে । তাছাড়া তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার পথে গাছ থাকলে ডাল কাটার ব্যবস্থা, বিদ্যুৎজনিত সমস্যা, স্থান ভেদে পুলিস মোতায়েন, স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরি করে দায়িত্ব দেওয়া,ফেসবুকে বিতর্কমূলক মন্তব্য পোষ্ট না করা ইত্যাদি বিষয়ে যেমন সজাগ করা হয় পাশাপাশি কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সরাসরি থানার সাথে যোগাযোগ করারও আহ্বান জানান।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম পথিক রায়,দুবরাজপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর শুভাশীষ হালদার, খয়রাশোল থানার ওসি সেখ কাবুল আলি,এস আই শান্তনু কুমার মন্ডল ও সমীর হালদার, এ এস আই দেবদুলাল ঘোষ, রাজমোহন ব্যানার্জী এবং চিন্ময় চ্যাটার্জী সহ খয়রাশোল থানা এলাকার আন্তানা কমিটির লোকজন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়পুরে একুশে জুলাই-এর প্রস্তুতি বৈঠক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আগামী একুশে জুলাই ধর্মতলায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সভা। তারই প্রস্তুতি বৈঠক ছিলো জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে। জয়পুর ব্লক থেকে রেকর্ড সংখ্যক লোক নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্লক সভাপতির। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচ হাজারের অধিক ভোটে হেরেছে বিজেপির কাছে। এই হার নিয়ে এতদিন স্থানীয় কোনো তৃণমূল নেতা মুখ না খুললেও এবার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়পুর ব্লক সভাপতি দলের কিছু গদ্দারদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা প্রেরণ করলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হার নিয়ে তিনি বলেন দলের যখন কঠিন পরিস্থিতি হয় তখন দলের সঙ্গে থেকে কিছু কিছু লোক গাদ্দারি করেছে, তাদের দলে কোনও জায়গা নেই।

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে উদ্ধার করল পুলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শিশু সুরক্ষা কমিশনের চাপে অপহৃত মালদার পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে উদ্ধার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বাংলা ও বিহার পুলিশের যৌথ অভিযানে বিহারের কাঠিহার থেকে উদ্ধার হয় অপহৃত নাবালক। খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। প্রসঙ্গত মালদার ইংরেজবাজারের যদুপুরের বাসিন্দা এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র অপহরণ হয় অভিযোগ ওঠে তারই বৌদির বিরুদ্ধে। সেই শিশুটিকে বন্ধ ঘরে নির্যাতনের ছবি ভাইরাল হয়। সেই ছবি দিয়ে অপহরণকারীরা পরিবারের কাছ থেকে দু লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। বারবার থানায় গেলেও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। পরে মালদা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের চাপে মালদার ইংরেজবাজার থানার পুলিশের একটি টিম বিহারে যায় । সেখানে বিহার পুলিশের সাথে যৌথ অভিযানে আজ সকাল পৌনে ছটায় বিহারের কাটিহার অভিযুক্ত বৌদির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় শিশুটি। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত বৌদিকে। নিয়ে আসা হয় ইংরেজ বাজার থানায়। নাবালক উদ্ধারের খুশি পরিবার।

শিশু বিকাশে শুরু হল নিট-এর কোচিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের চাকবেড়িয়া মকরমপুরে শিশু বিকাশ একাডেমিতে বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য নিট ও জেইই পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শনিবার থেকে শুরু হল 'উত্তরণ'-এর যাত্রা। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন শিশু বিকাশ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুন্সী আবুল কাশেম, প্রেসিডেন্ট ডা. আবদুর রশিদ মোল্লা, সদস্য নুরুল হক, শিশু বিকাশ কলেজ অফ এডুকেশনের অধ্যক্ষ আবদুর রাকিব মুন্সী, শিশু বিকাশ একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফারুক মুন্সী প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: উপমহাদেশে মুসলিম ও বাঙালি জাগরণের পথিকৃৎ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- নিবন্ধ: আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল- শুধাইল না কেহ
- অণুগল্প: মেঘলা দিনের গল্প
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: বর্ষাকথন

আপনজন ■ রবিবার ■ ১৪ জুলাই, ২০২৪

উপমহাদেশে মুসলিম ও বাঙালি জাগরণের পথিকৃৎ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শুধুমাত্র একজন ভাষাবিজ্ঞানীই নন, তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত সমাজসেবক এবং বাঙালি জাগরণের প্রবক্তা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি শিখিয়েছেন মাতৃভাষাকে কীভাবে ভালবাসতে হয়। শিখিয়েছেন ভিন্ন ভাষার প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি’র তালিকায় ১৬ তম স্থানে উঠে আসে এই শিক্ষাবিদের নাম। লিখেছেন **শাকিল আহমেদ**।

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন, যে মালা তিলক টিকিতে বা টুপি লুঙ্গি দাঁড়িতে তা ঢাকবার জো নেই।

হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাঙালি জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে, কিন্তু তাহা যে করিতেই হইবে।

উপরের উক্তিগুলোই বলে দেয় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর হৃদয়ে লালিত জাতিসত্ত্বার প্রতি মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ। এদেশে বাঙালি এবং মুসলিম জাতিসত্ত্বা একইসাথে ধারণ করেছেন, এমন ব্যক্তিদের তালিকায় বহুভাষাবিদ এই ব্যক্তির নাম প্রথমেই থাকবে। ১৯৫২ সালে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনের পরই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, আইনজীবী, অনুবাদক, কবি, সাহিত্যিক, লোকবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ভাষাসৈনিক।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই, পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মফিজ উদ্দিন আহমদ ছিলেন মধ্যযুগীয় পীর গোরাচাঁদের দরবার শরিফের খাদেম। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জন্মকালীন নাম ছিল মুহাম্মাদ ইব্রাহিম। কিন্তু তার মা হুরুন্নেসা মনে করলেন, যেহেতু তার সন্তান শহীদে কারবালার চাঁদে গর্ভে এসেছে, তাই নামটা শহীদুল্লাহ হলেই ভালো হয়। তাই তিনি ছেলেকে ‘শহীদুল্লাহ’ বলেই ডাকতে লাগলেন। পরে এ নাম স্থায়ী হয়ে গেল।

তখনকার সময়ে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মক্তবকেন্দ্রিক। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও ছোটবেলায় বই আর শ্লেট হাতে নিয়ে মক্তব যেতে লাগলেন। সেখান থেকে তিনি মীর মোশাররফ হোসেনসহ বিভিন্ন লেখকের বই পড়া শুরু করেন। তার জ্ঞানের ফোয়ারাও প্রস্ফুটিত হতে লাগল।

মক্তবের পড়া শেষ করে তিনি ভর্তি হন হাওড়া জেলা স্কুলে। ১৯০৪ সালে তিনি এন্ট্রান্স (বর্তমান এসএসসি-র সমমান) পাশ করেন। সেই সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন ভাষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিজে নিজে শুরু করে দেন ভাষা শিক্ষা। এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯০৬ সালে এফ.এ. (বর্তমান এইচএসসি-র সমমান) পাশ করেন তিনি।

এরপর তিনি ভর্তি হন কলকাতা সিটি কলেজে। ১৯১০ সালে সংস্কৃতে সম্মানসহ বি.এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত নিয়ে এম.এ-তে ভর্তি হতে চাইলে সেই বিভাগের এক অধ্যাপক মুসলিম ছাত্রকে সংস্কৃত পড়াতে অস্বীকার করেন। সত্যব্রত সামশ্রমী নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শিক্ষক জেদ ধরে বসেন, হিন্দু নন এমন কাউকে তিনি বেদ পড়াবেন না।

শেষপর্যন্ত এ বিতর্ক গড়াল আদালত পর্যন্ত। তখন দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব নামে একটি বিভাগ খোলা হবে। শেষমেশ বাধ্য হয়ে তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ভর্তি হন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯১২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাশ করেন।

পড়াশোনা চলাকালে ১৯০৮-০৯ সালের দিকে যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯১৩ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি পান শহীদুল্লাহ। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তার আর বিদেশে যাওয়া হলো না। তবে ঘরে বসে না থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে বি.এল. পাশ করেন। ১৯১৫ সালের শুরুর দিকে কিছুদিন সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে নিজ এলাকায় ফেরত এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এতে এলাকায় তার ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সেখানে সংস্কৃত এবং বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া ১৯২২ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯২৬ উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ফ্রান্সে পাড়ি জমান। ১৯২৮ সালে ফ্রান্সের বিখ্যাত সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট। ওই বছরই ধ্বনিতত্ত্বে গবেষণার জন্য সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। দেশে ফিরে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন।

গবেষণা ও কৃতিত্ব

১৯১৯-২১ সাল পর্যন্ত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। সেখানে তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। এ সময় বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর কিছু প্রবন্ধ শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর এই প্রবন্ধ নজরে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জিরও। সেই প্রবন্ধ পড়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জ্ঞানের স্তর সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে ডেকে নিয়ে উৎসাহ দেন, অনুপ্রেরণা যোগান। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ‘বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থটি ড. আশুতোষ মুখার্জির স্মরণে উৎসর্গ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি প্রমাণ করেন গৌড়ী বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তার মতে, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা নয়, তবে নিকটাত্মীয়। তার গবেষণা অনুযায়ী বাংলা ভাষার উৎপত্তি কাল সপ্তম শতাব্দী। শ্রীলঙ্কান ভাষার উৎপত্তিও নির্ধারণ করেন এই মহান বিজ্ঞানী।

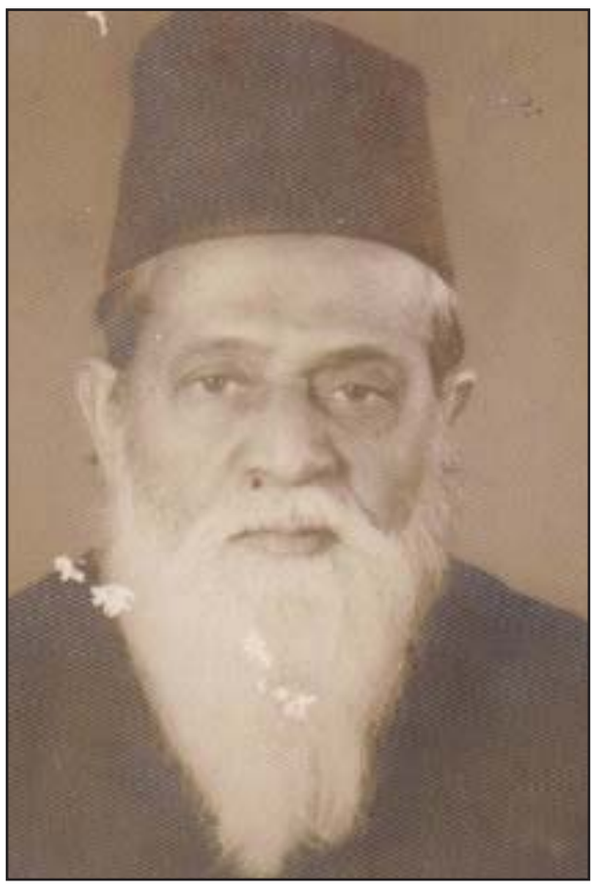

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং বাংলাকে আলাদা করা হলে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। করাচিতে উর্দু অভিধান বোর্ডের প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন এই ভাষাবিদ। এরপর ঢাকায় ফিরে এসে ১৯৬৭ সালে তিনি প্রফেসর এমিরেটাস হন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেসর এমিরেটাস। ১৯৪৮ সালে তিনি আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। তাছাড়া কলা অনুষদের ডিন হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মোট ২৪টি ভাষার উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সর্বমোট ২৭টি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা হলো বাংলা, উর্দু, ফারসি, আরবি, ইংরেজি, অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠি, কাশ্মীরি, নেপালি, সিংহলি, তিব্বতি, সিন্ধি, সংস্কৃত ইত্যাদি।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান বের করার পরিকল্পনা। তখন মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় বিশাল একটি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তৈরি হয়। তিনি দুই খণ্ডে বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি বিদ্যাপতির পদগুলো সম্পাদনা করেন। তার আরেকটি অসামান্য কৃতিত্ব হলো তিনি বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এর সম্পাদনা করেন।

ঢাকার বাংলা একাডেমির ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাছাড়া বাংলা একাডেমির পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। তার হাত ধরেই বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শুধু তার কর্মজীবনই নয়, একজন মহৎ মানুষ হিসেবে এবং একজন সমাজসেবী হিসেবে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বিভিন্ন সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্মেলন, ১৯২৮ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্মেলন, ১৯৪১ সালে হায়দরাবাদে নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলন ও ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অবসর সময়ে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বই নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর চকবাজারের বাড়িতে ছিল বিশাল লাইব্রেরি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন এই ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো আল-ইসলাম পত্রিকা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, আঙ্গুর, দি পীস, তকবীর ও বঙ্গভূমি ইত্যাদি। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ৬০টিরও অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন শুধুমাত্র বাংলা ভাষার উপর। ভাষাতত্ত্বের ওপর তার ৩৭টি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া শখের বশে তিনি তিনটি ছোট গল্প এবং ২৯টি কবিতাও লিখেছেন।

ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহই ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা যখন বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন, কেবলমাত্র বাংলাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। সেসময় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা ‘দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম অফ পাকিস্তান’ নামক একটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে। বিবিসির এক সাক্ষাৎকার তার ছেলে মুহাম্মদ তাকিউল্লাহ বলেন, কমরেড পত্রিকায় একটি লেখা তিনি লেখেন, ‘দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম অফ পাকিস্তান’। এই নিবন্ধে যে কথাগুলো তিনি বলেন, সেগুলো হচ্ছে এই যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলাভাষী অংশে, যদি বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহলে সেই স্বাধীনতা হবে পরাধীনতারই নামান্তর। এ কথা তিনি বলেন ১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট অর্থাৎ ১৪ আগস্টের এগারোদিন আগে।

তার এই নিবন্ধটি বাংলার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকারের প্রতি বাঙালীর পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একপর্যায়ে তা ভাষা আন্দোলনে রূপ নেয়। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে হতাহত হন অনেকেই। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাসপাতালে ছুটে যান আহতদের দেখতে। সেদিন তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। তাঁর কালো জামার আচকান কেটে বর্বরোচিত এই হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- দেশে একটি রাষ্ট্রভাষা হলে সে সম্মান বাংলার, দুটি রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলার সঙ্গে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

পুরস্কার ও সম্মাননা

‘চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া’ খ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাকে সম্মানজনক পদক ‘নাইট অফ দ্য অর্ডারস অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স’ প্রদান করেন। এছাড়া ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ থেকে পান ‘বিদ্যাবাচস্পতি’ উপাধি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে ‘প্রাইড অফ পারফরম্যান্স’ পদক প্রদান করেন। পরে তাঁকে মরণোত্তর ‘হিলাল-ই-ইমতিয়াজ’ খেতাব প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স তাকে সম্মানিত সদস্য (ফেলো) রূপে মনোনয়ন করে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের কারণে এবং সরকারের অনুমতি না থাকায় এ পদক গ্রহণ করতে পারেননি।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন মরণোত্তর ডি. লিট উপাধি। তাছাড়া ১৯৮০ সালে মরণোত্তর বাংলাদেশ স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন তিনি।

১৩ জুলাই, ১৯৬৯ সালে মহান এই ব্যক্তি পাড়ি জমান পরপারে। তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের পাশে। ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান স্মরণ করে সেই বছরই ঢাকা হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘শহীদুল্লাহ হল’। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কলা ভবনও তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শুধুমাত্র একজন ভাষাবিজ্ঞানীই নন, তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত সমাজসেবক এবং বাঙালি জাগরণের প্রবক্তা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি শিখিয়েছেন মাতৃভাষাকে কীভাবে ভালবাসতে হয়। শিখিয়েছেন ভিন্ন ভাষার প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি’র তালিকায় ১৬ তম স্থানে উঠে আসে এই শিক্ষাবিদের নাম। বাংলা ভাষা পৃথিবীর বুকে যত দিন টিকে থাকবে, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নামও ইতিহাসের পাতায় ততদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বক্তব্যরত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

‘আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ’

সনাতন পাল

“আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, / শুধাইল না কেহ। ...” খাম্বাজ- কীর্তন রাগের একতালের এই গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১২৯৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। স্বরলিপিকার হলেন ইন্দিরা দেবী। খুব সম্ভবত সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন।

সকালের হাল্কা ঠান্ডা উত্তরে হাওয়া অপর দিকে বেলা বাড়তেই হেমন্তের মিঠে রোদ্দুর আর তার সাথে বাতাসে পাকা ধানের শিষের গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে কেমন একটা শন্ শন্ শব্দ । মাথার উপরে নীল আকাশ। সমতলের এই অনুভূতির সাথে উদাসী মনের ব্যাকুলতা এবং মনের কথা প্রকাশ করতে না পারার ব্যথায় মনের ভেতরে ছটফট করে ওঠা মন কেমনের ভিন্ন রকমের এক অনুভূতির প্রকাশ করতে গিয়েই তিনি হয়তো পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চোখ মেলে মনের ব্যাকুলতার কথা ভাবতে গিয়েই বোধহয় খস খস করে লিখেছিলেন এই গান । কিংবা সমতলের কোনো এক নির্জন স্থানে বসে এই গান তিনি লিখেছেন। শুধু এই একটা লাইনের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে বুকে জাপটে ধরে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের মনের গভীরে সৃষ্ট প্রেমের যাতনা হোক আর বিরহ বেদনা হোক, যখন হৃদয়ের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, তখন সেকথা কাউকে বলতে না পারলে কষ্টে বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। আমরা হৃদয়ের সেই অনুভূতিটা মনের মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। তখন মনের মানুষ খুঁজতে থাকি। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যাকে নিজের মনের মানুষ ভাবেন, উল্টো দিকের ব্যক্তি যদি তাকে আপন না ভাবেন বা মনের মানুষ না ভাবেন তাহলে সে আর তার কাছে মনের কথাটা জানতেই চান না। তাই যিনি বলতে চান- তার আর বলা হয় না। তখন ঐ ব্যক্তির মনে হয়, “ আমি তাকে এতোটা চাই, এতো ভালোবাসি, তার কথা নিশি- দিন ভাবি অথচ সে আমার কথা একবারও মনে করে না!” যাকে বলে এক তরফা প্রেম। কিন্তু সে কিছুতেই তাকে ভুলেও যেতে পারে না। সেই সময়ে আমাদের যে মানসিক স্থিতির জন্ম হয়- সেটা বোঝাতেই রবীন্দ্রনাথের কলমে এই গানের কলির জন্ম হয়েছে বলে মনে হয় । যে গান আমাদের সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। কারণ হলো আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো সময় এমন মানসিক স্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেকেই হয়তো লজ্জার কারণে সেকথা প্রকাশ করতে পারেন না। যাতনা শুধু বয়ে নিয়ে বেড়ান। আপন মনে নিরালায় নির্জনে বসে এই এক তরফা প্রেমের কথা উদাসী মনে ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু তিনি যদি রবীন্দ্রনাথের এই গান মন প্রাণ দিয়ে শোনেন তাহলে তিনি অবচেতন মনে জীবনের সেই ক্ষণে পৌঁছে যাবেন। তাই এই গান আমাদের কাছে নিস্তব্ধ ঘরের মেঝের উপরে যেন আলপিনের শব্দ, চৈত্রের নিদারুণ তৃষ্ণায় মাটির কুজোতে রাখা শীতল জল। কখনও কখনও এটাও মনে হয় এই গান কি হৃদয়ের গ্রীষ্মকালে বটবৃক্ষের ছায়া! নাকি প্রেমে অধরাকে ধরার এক অদ্ভুত মায়া ? যার ভাবার্থের পেছনে মেঠো পথ বেয়ে ছুটতে ছুটতে আপনা থেকেই দিগন্ত রেখায় বিলীন হয়ে যাওয়া? “ সে তো এল না, যারে সঁপিলাম/ এই প্রাণ মন দেহ। “ যাকে প্রাণ মন দেহ সবকিছুই সঁপেছেন, কিন্তু সে এলো না। দেহ প্রাণ মন সব কিছু কাউকে সঁপে দিলে বাস্তব সত্য তো এটিই যে তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একবার মনে মনে ভাবলেই বোঝা যায় কাউকে সব কিছু সঁপে দেবার পরেও সে যদি না আসে বা সাড়া না দেয় তাহলে মনে ঠিক কতটা কষ্ট হতে পারে! সেই অনুভূতি থেকেই প্রথমে কবির মনে এই লাইন গুলির জন্ম হয়েছে বলে মনে হয় । তারপরে তিনি এই গানের কথা কলমে ধরেছেন। “ সে কি মোর তরে পথ চাহে,/সে কি বিরহ-গীত গাহে,/ যার বাঁশরি-ধ্বনি শুনিয়ে/ আমি ত্যজিলাম গেহ। “ আমরা যখন কারও জন্য পথ চেয়ে বসে থাকি এবং যার অর্বতমানে বিরহ-গীত মনের ভেতরে বেজে ওঠে , তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমি যার কথা ভাবছি সেকি আমার কথা ভাবছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের গানে এই শব্দ এবং বাক্যের অবতারনা। “যাঁর বাঁশরি শুনিয়ে- ধ্বনি শুনিয়ে...”, এই লাইনটা লেখার উৎস বোধহয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী। অর্থাৎ রাধারানী কৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনি শুনে যেমন কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও হয়তো রবীন্দ্রনাও সেই রূপ স্থিতিকে বোঝাতেই এই লাইনটা লিখেছেন। এই গান আমাদের মনের সাথে এতটাই সম্পৃক্ত যে নিস্তব্ধতার সাথে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে । একবার শুনলে যার রেশ দীর্ঘ সময় ধরে হৃদয়ে থাকে।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

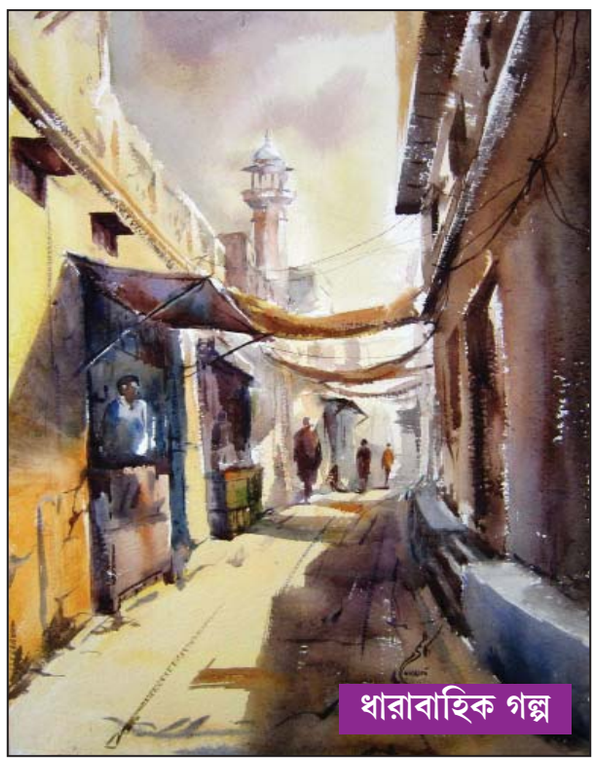

সাত

রূপা বলল, 'কোন ভাই-বোন নেই আমার। বাবা-মা থেকেও নেই। তারা সব সময় টাকার নেশায় পাগল। আমার নামে ব্যাংকে অনেক টাকা। যা দু'হাতে সারাজীবন উড়ালেও শেষ করা সম্ভব হবে না। চারিপাশে কোন কিছুর অভাব নেই। শুধু অভাব সুখের। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে বিন্দুমাত্র সুখ পাইনি আজো। আর আপনার কাছ থেকে সেই টাকা-ই সুখ ছিনিয়ে নিয়েছে! আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই; আপনি নেবেন বলুন?'

'কিসের সহযোগিতা? 'উৎসুক প্রশ্ন রায়হানের।

'জাস্ট মানি। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

'আমি সেটা আপনার কাছ থেকে কেন নেব?'

'আমাকে আপনি বন্ধু ভেবে নিন ।'

'মাত্র এক দিনের বন্ধু!' বলল রায়হান।

'বন্ধু হতে হলে দিনক্ষণ দেখে হয় না। আমি আপনার উন্নতি দেখতে চাই। তার জন্যে আমার তরফ থেকে কোন সিদ্ধান্তে কার্পন্য হবে না।

'সেতো সব ঠিক আছে। তবে আপনার কাছ থেকে টাকা নেওয়া আমার জন্যে অশোভনীয়।

'আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি; আপনি অমত করবেন না।'

'সরি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আর যাই হোক আমার বাবা-মা কারো কাছে হাত পাততে শেখায় নি।'

'ছিঃ ছিঃ, হাত পাতবেন কেন? আপনি টাকাটা ধার হিসাবে নেবেন। সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করে আমার টাকাটা ফেরত দেবেন না হয়।'

'কিন্তু...।'

'কোন কিন্তু নয়। আপনি নেবেন এ আমার বিশেষ অনুরোধ।'

রায়হান ক্ষণেক ভেবে বলল, 'আচ্ছা যখন বলছেন তখন আমি নেবো। আপনার এ উপকারের কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।'

সে মনে মনে বলল, আমার যে লক্ষ্যে পৌঁছাতেই হবে।

'আপনি যে নিতে চেয়েছেন এটাই আমার জন্য বড় পাওয়া। এর বাইরে আর কিছু চাই না।'

'ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।'

'কবে দেখা করবেন?'

'আপনি বলুন। আর আপনি সিলেটে যাবেন কোথায়?'

'আমার ছোট কাকার বাড়ি সিলেটে। ওখান থেকে দু'দিন পরে ফিরবো। আপনি কবে ফিরছেন?'

'আমাকে হয়তো কাল সকালেই ফিরতে হবে।'

তাহলে আপনি পরশু বিকেল পাঁচটায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসেন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

সিলেটে পৌঁছানোর পর রায়হান রূপার কাছ থেকে বিদায় দিয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়।

নয়

প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট আর ঘন্টা অতিক্রম করে অবশেষে তিন দিন শেষ হয়। আজ দেখা হবে দু'জনার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিকেল পাঁচটায়। এখন দুপুর একটা। পাঁচটা বাজতে অনেক বাকি। মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে রূপা। তার সময় যেন যেতেই চায় না। বেডরুমে যেয়ে নিজেকে এলিয়ে দেয় খাটের ওপর। ক্যাসেট প্লেয়ারটাতে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজছিল, 'ওকি এলো, ওকি এলোনা বোঝা গেলো না...'। রূপার সবচেয়ে প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত হলেও এখন কেন যেন গান শুনতে ভাল লাগে না। বিছানা ছেড়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে ইজি চেয়ারে বসে থাকে কিছুক্ষণ। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে চোখ রাখে। দুপুর দুটো। এখনো তিন ঘন্টা! এই দীর্ঘ সময় কীভাবে কাটাবে বুঝতে পারে না সে।

'কাকা ও কাকা; এদিকে এসোতো।'

রূপার ডাক শুনে দৌঁড়ে আসে হাসেম আলী। 'মামনি কিছু বলবে?' জিজ্ঞাসা তার।

'কাকা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আসতে দেরি হতে পারে। তুমি যেন কোন চিন্তা করো না।'

'কোথায় যাবে?'

'যাবো একটা বিশেষ জায়গায়। জায়গাটির নাম তোমাকে এখন বলতে পারছি না। আর কেন যাচ্ছি তাও জিজ্ঞাসা করো না। আমি তোমাকে এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। সময় হলে সব জানাবো।'

'ঠিক আছে মা; না বলতে চাইলে জোর করবো না। এখন এসেতো টেবিলে খাবার দিয়েছি।'

রূপা হাসেম আলীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাকা তুমি রাগ করো না। বলছিতো সময় হলে তোমাকে সব খুলে বলবো। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে যে, তাকে বলতে পারি?'

'আর পাকামো করতে হবে না। এখন এসো, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।'

দশ

গাছের ছায়ায় ক্লান্ত পথিকের আনাগোনা যেমন থাকে তেমনি থাকে ভালবাসাবাসির জোয়ার। সে জোয়ারে ভেসে চলে নতুনের স্বপ্ন। বয়সের ভেদাভেদ খুব একটা নেই এখানে। তাছাড়া ভালবাসার কোন বয়স হয় না তা শহরবাসী ভালকরেই জানে। যদিও বোটানিক্যাল গার্ডেন সবার জন্য উন্মুক্ত তবুও এখানে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, মামা-খালারা আসতে সাহস করে না। যদি কেউ ভুলকরে এসেও পড়ে তবে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

পাঁচটা বাজার অনেক আগেই রূপা উপস্থিত হয় নির্দিষ্ট স্থানে। চারিপাশে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে নিজেকে বোকা বোকা লাগে। রায়হানের আসতে দেরি দেখে মনে মনে ভাবে, নিশ্চয়ই কোন সমস্যা হয়েছে, নয়তো সে এতো দেরি করবে কেন? কিছুক্ষণ পরে রায়হান যখন তার সামনে যেয়ে দাঁড়ায় তখন ঘড়ির কাটা ঠিক পাঁচটায়।

'আমিতো ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।' রূপার চোখে ভালবাসার উপস্থিতি প্রকাশ পায়। রায়হান মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, 'কেন? আপনি যে সময় দিয়েছিলেন সেই সময়ইতো এলাম। আপনি নিজে একটু আগেই চলে এসেছেন।'

রায়হানের কথা শুনে রূপা নিজের হাতে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও সরি। আমিইতো আগে এসেছি। আপনারতো খুব সময় জ্ঞান? আমি আসলে মনে মনে আপনার মতো একজন মানুষকে খুঁজে চলেছিলাম দীর্ঘদিন।' রূপার মনে এক অজানা উথাল-পাথাল দৃশ্যের অবতারণা শুরু হয়েছে, যা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। যে কারণে তার মুখ দিয়ে যে কথা কোনদিন বের হয়নি সেই কথা আজ সে অকপটে বলতে পারছে কোন রকম আড়ষ্টতা ছাড়া।

রায়হান রূপার কথার মর্ম বুঝতে পেরেও সে নিজেকে অবুঝ উপস্থাপন করে বলল, 'কেমন?'

'এই যে আপনার মতো।'

'কেন বলুনতো?'

'যে কথা দিয়ে কথা রাখে, যার সঠিক সময়জ্ঞান আছে। ভদ্র, নম্র, সভ্য ছেলেদের আমার খুব ভাল লাগে। আপনি এইসব গুণের দাবীদার বলেই আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর এ জন্য তোমাকে আমি আমার সবকিছু দিতে পারি। সরি তুমি বলে ফেললাম। কিছু মনে করেননিতো?' লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রূপার মুখ।

'তুমি বললে দোষ কোথায়?' প্রশ্ন রায়হানের।

'তাহলে একটা কাজ করা যাক, আমরা দু'জনেই আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসতে পারি। অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।'

'না; তা হয় না।'

'ঠিক বুঝলাম না!'

'এখানে না বোঝার মতো কোন কথা আমি বলিনি।'

'কেন সেটা জানতে পারি?'

'আসলে আপনি ধনীর দুলালী আর আমি...'

'তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আর আমি- আমি আর তুমি এর বাইরে কী আছে তা জানার কোন ইচ্ছা আমার নেই। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি স্পষ্টবাদী, সত্যি কথা বলতে কখনও পিছপা হইনা। তাই কথাটা তোমাকে সহজে বলতে পারলাম। হয়তো ভাবছো, মেয়েটা কী ঠোঁট কাটা! নিজের ভালবাসার কথা বাংলা ফ্লিমের নায়ক-নায়িকাদের মতো এত সহজে বলল কীভাবে? সে কথাতো আমি আগেই বলেছি, আমি স্পষ্টবাদী।'

'কী বলছেন আপনি এসব! আপনি কী স্বাভাবিক আছেন?'

'আমি ঠিকই আছি।' রায়হানের ডান হাত চেপে ধরে রূপা।

'আমাকে প্লিজ ফিরিয়ে দিও না। ছোট থেকে বড় হয়েছি আজো সুখের নাগাল পাইনি। তোমার চোখে আমি সুখের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি।'

'আপনি ভুল করছেন। আপনি এ চোখে যে ঠিকানা দেখছেন সেটা ভুল ঠিকানা। এ ঠিকানায় কোন সুখ খুঁজে পাবেন না। এ ঠিকানায় প্রতি পদক্ষেপে আছে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা। আমি জেনে শুনে এই ভাঙা আয়নায় আপনাকে মুখ দেখতে দিতে পারি না। ভাঙা আয়না যেমন মূল্যহীন, তেমনি আমার জীবনটাও তাই।' রূপার হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় রায়হান।

'কিন্তু ওই মূল্যহীনের মধ্যেই যে আমি অমূল্য রতন খুঁজে পেয়েছি রায়হান। যা অর্থ সম্পদ দিয়ে মাপা যাবে না। আজ যদি ফিরিয়ে দাও তবে আর কোনদিন আমার মুখ দেখতে পারবে না।'

'রূপা!'

'হ্যাঁ রায়হান, আমার নাম যেমন রূপা, অর্থাৎ সারিবদ্ধ সুশোভিত পথ; জীবনটা ঠিক তার উল্টো। আমার অমাবশ্যার অন্ধকারে তুমিই যে পূর্ণিমার চাঁদ।'

'না, এ হয় না। আপনি আমার কতটুকু জানেন? জেনে শুনে আমার এ জীবনের সাথে আপনাকে জড়াতে পারি না। আমার প্রতিটা নিঃশ্বাসে বয়ে চলে অনিশ্চিয়তার বাতাস। আমি বড় হয়েছি গাছ তলায় আর আপনি বড় হয়েছেন বিশাল অট্টালিকায়। রূপকথার রাজকন্যার মতো আমার জীবনে আপনার আগমন। বয়সের রঙিন চশমা পরে আজ আপনার আমাকে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ক'দিন পরে যখন আপনার চোখ থেকে রঙিন চশমাটা সরে যাবে তখন দুঃখ ছাড়া আর কিছুই অনুভবে আনতে পারবেন না। তখন আপনার মুখে থাকবে না এই মিষ্টি হাসি। আপনার ঐ নিষ্পাপ চোখে জ্বলবে না কোন আশার প্রদীপ। তখন প্রেম-ভালবাসা সব জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবে। জীবনটাকে মনে হবে বিষবৃক্ষ। তাই বলছি, এ অভিশপ্ত জীবনে আপনি আসবেন না প্লিজ।'

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে আমার একমুহূর্ত চলবে না রায়হান। এই কয়দিনে অন্তত তাই বুঝেছি। জীবনে স্নেহ ভালবাসা কী আমি বুঝিনি। তোমারতো মা-বাবা নেই আর আমার বাবা-মা থেকেও নেই। এত বড়টি হয়েছি হাসেম কাকার কাছে; যে আমাদের বাড়ির সামান্য একজন চাকর। কিন্তু আমি তাকে কখনও চাকরের চোখে দেখিনি। দেখেছি বাবার চোখে। অথৈ সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তার মধ্যে তুমি এলে ভেলা হয়ে। আমাকে ভাসতে সাহায্য করেছো। কাল সারারাত ভেবে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি যে, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।' 'অগাধ সমুদ্রে হালবিহীন নৌকার মতো আমার জীবন। এ জীবনে তুমি প্রবেশ করলে কখনো কূল কিনারা খুঁজে পাবে না; শুধু ভেসেই চলতে হবে। কখনো তীরে পৌঁছাতে পারবে না। ভাসতে ভাসতে যখন দিশা হারিয়ে ফেলবে তখন হয়তো ডুবেই যাবে।'

'তোমার স্পর্শে যদি আমার মরণও হয় তবে সে মরণকে আমি হাসতে হাসতে বরণ করে নেবো। শুধু কথা দাও, আমাকে তুমি মনের কোনায় স্থান দেবে? চিরদিন পাশে রাখবে? তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না।'

রূপার এই হৃদয় নিংড়ানো আকুতি বিষবাষ্পের মতো রায়হানের কঠিন মনকে ভেঙে খান খান করে দেয়। সে আর নিজেকে পাষাণের ডোরে বেঁধে রাখতে পারে না। বলল, 'রূপা...'

'হ্যাঁ; আমাকে তুমি কথা দাও। তবে হ্যাঁ, জোড় হাত করে তোমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা করবো না। কারণ, আমি অন্তত জানি আর যাই হোক ভিক্ষা করে ভালবাসা পাওয়া যায় না।'

'কেন বুঝতে পারছো না, গরীবের জীবনে ভালবাসা বলে কিছু থাকতে নেই। আমি তোমাকে দিতে পারবো না কোন সুখ, ঐশ্বর্য না পারবো সম্মানজনক কোন ঠিকানা। তোমার গায়ে যে অলঙ্কার আছে তার একটাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি বেচলেও হবে না।' 'আমিতো তোমার কাছে ঐশ্বর্য চাই না রায়হান, তোমাকে চাই। মনে মনে তোমার মতো এমন মানুষ খুঁজছিলাম। তুমি-ই আমার সেই স্বপ্নের মানুষ। কী হবে না আমার জীবন মরণ সাথী?'

'হ্যাঁ হবো রূপা। আমি কথা দিলাম জীবন- মরণ দু'জন দু'জনার হবো; কখনও হবো না পর।'

এগারো

কল্পতরুতে হৃদয় বেঁধে দু'জনের নতুন জীবন শুরু। জীবন শুরু বললে হয়তো অতিরিক্ত বলা হবে কিংবা বাড়িয়ে বলা হবে। পথের শুরু বললে হয়তো অতুক্তি হবে না। যাইহোক, রায়হানের কাজটা ছোট হলেও সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় সংবাদের তাড়নায়। এর ভেতর থেকে রূপার সাথে দেখা করার জন্যে সে সময় বের করে ঠিকই। কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেনে- কখনও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে- কখনও শিশু পার্কের গেটে; যখন যেখানে সুযোগ হয়। আজ বিকেলে রূপা রায়হানকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। এমন বিলাসবহুল বাড়ি সে আগে কোনদিন আসেনি। মার্বেল পাথর আর দামি টাইলস্ দিয়ে তৈরি বাড়ি দূর থেকে অনেক দেখেছে সত্যি; তাইবলে একদম বাড়ির ভেতরে? ভাবেইনি সে কখনও কোনদিন। অবশ্য তার যে এমন বাড়ির প্রতি লোভ- লালসা রয়েছে তেমন নয়। এব্যাপারটা মাথায়ই আসেনি কোনদিন। বাড়ি যাবার কথা শুনে রায়হান অবশ্য আমতা-আমতা করেছিল। সে অন্য কারণে। যদি তার বাবা-মায়ের মুখোমুখি হতে হয় সেই ভয়ে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে ড্রয়িংরুমের সোফায় রায়হানকে বসতে বলে সোজা দোতলায় নিজের রুমে চলে যায় রূপা। ক্ষণেক পরেই নিচে এসে রায়হানের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার একটা চেক ধরিয়ে দেয়। বলল, 'আমি চাই তুমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হও। আশারাখি এ টাকা তোমাকে সাফল্যের দ্বার গোড়ায় পৌঁছে দেবে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান আছে। কখনো যদি কোন কারণে লোকসান হয় তবে ভেঙে পড়বে না। সামনের দিকে এগিয়ে চলবে। দেখবে সৃষ্টিকর্তা একদিন তোমার মুখের দিকে সত্যি তাকাবেন। ভয় কী, আমিতো তোমার সাথে আছি।'

চলবে...

মেঘলা দিনের গল্প

শংকর সাহা

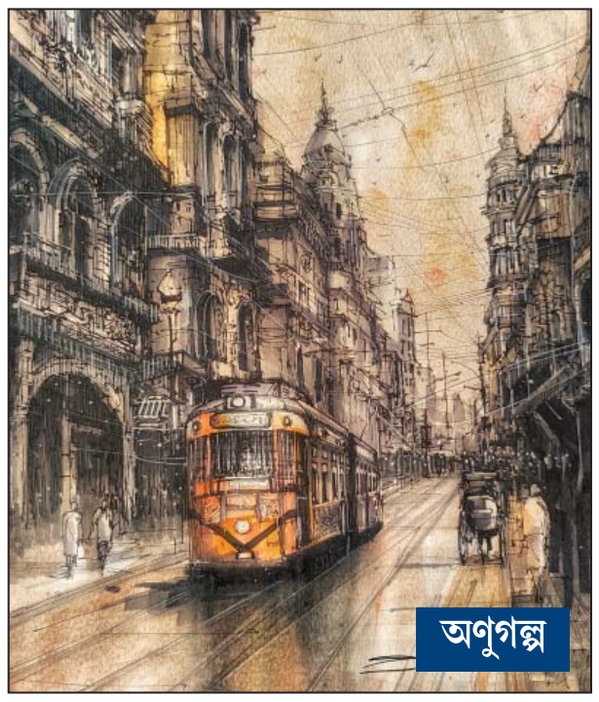

সেদিন অফিস থেকে ফেরার সময় মাথাটি বড্ড ধরেছিল। ভীষণ কাজের চাপ।

শ্রাবণের শেষ বিকেলেই আকাশের কালো গুমোট ভাবটি দেখে যেন মনে হচ্ছে এ যেন দিন থাকতেই রাতের অন্ধকার।।

ব্যাগে মায়ের প্রেশারের ওষুধ, তাই বাড়িতে ফেরার ভীষণ তাড়া ছিল। গাড়ি থামতেই বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে যায়।

আজ যেন হাতের ছাতাটিও সঙগ দেয়না। ফিরতি বাসে ভীষণ ভীড়। কোনো মতে গাড়িতে চেপে একটু জায়গাতে শরীরের ন্যূনতম অংশটুকুকে স্থান দিয়েছি হঠাত লাল শাড়ি পরিহিতা একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে। দেখে কিছুটি অন্যমনস্ক মনে হল!

কিছু না ভেবে আমি জায়গাটি ছেড়ে দিলাম। গাড়ি থেকে নেমে আমি অটোর জন্যে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি

হঠাত দেখি পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে। " ধন্যবাদ আপনাকে। তখন সিটটি ছেড়ে দেবার জন্যে। "

মৃদু হেসে আমি বললাম, "ঠিক আছে"। লাইট পোস্টের আলোয় ওনার মুখটি একটু উজ্জ্বল দেখালো। ফর্সা, ঠোঁটের পেছনে তিলটি বেশ মানিয়ে তুলেছে ওনাকে। কথা না বাড়িয়ে ওনি হেসে বললেন, " আপনি কোথায় যাবেন? ওনার আর আমার বাড়ি ফেরার রাস্তাটি এক ছিল।. আমরা সেদিন এক অটোতে চাপলাম দুজনে। দীর্ঘপথ নানা বাক্যালাপেই কেটে গেল। হাল্কা বাতাসে মাঝে মাঝে ওনার শাড়ির আঁচলটি আমার মুখে এসে পড়লে ওনি অপ্রস্তুত বোধ করেন। হঠাত গন্তব্যস্থলটি এসে পড়ে! "

আবার কোনো একদিন দেখা হবে"- বলে উনি বাড়িতে চলে গেলেন। আমিও আমার বাড়ির পথে.

ঘড়িতে তখন রাত আটটা। ফিরতে কিছুটা লেট হয়ে গেছে। ফ্রেশ হয়ে কফির গ্লাসটি হাতে নিয়ে মোবাইলে লগ ইন করতেই দেখি একটি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। নাম কুহেলিকা ব্যানার্জী। বয়স ছাব্বিশ। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা। টাইম লাইনে একটি পোস্ট ..." এ পথ যদি না শেষ হয়! ...." পোস্টটি ত্রিশ মিনিট আগে করা। কিছু না ভেবেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম....

বর্ষাকথন

নাসরীন জামান

বরষার বারিধারা ঝরঝর ঝরছে
নদী নালা বিল ঝিল মিঠে জলে ভরছে।
কোলা ব্যাঙ খোলা গলে সুর তুলে গাইছে
নদী পথে দূর দেশে মাঝি দাড় বাইছে।
পথ পাশে পথশিশু অসহায় ভিজছে
কেবা তাকে খুঁজে ফিরে সুনজর দিচ্ছে
ভেজা মাথা গৃহহীনে ঠাঁই খুঁজে মরছে
অনাহারী পেট তার শুধু জলে ভরছে।
ঝুম ধরা বৃষ্টিতে কেউ থাকে আরামে
ফুটো চালে পানি পড়ে কারো ঘুম হারামে।
ইলিশের ভাজা সাথে কেউ খায় খিঁচুড়ি
ভেজা চুলা বলে কেউ খায় চিড়া কি মুড়ি।
কেউ বলে এসো প্রিয়া ছুঁয়ে যাই বরষা
কেউ খোঁজে মেঘহীন আকাশের ভরসা।
সুখে কেউ মেলে ধরে লাল নীল ছাতাটা
কেউ খোলে নোনা জলে বিষাদের খাতাটা।
বরষার দুই চোখ দুই ছবি আঁকে রে
হেসে কেঁদে যায় তারা জীবনের বাঁকে রে।
তবু বলি এসো নেমে একরোখা বৃষ্টি
হোক তাতে জীবনের যত অনাসৃষ্টি।

জরীর কাঁকন

আনজানা ডালিয়া

দিকশূন্য নির্জন এক শহরে
নিয়ন বাতি হয়ে জ্বলছো বহুদুরে
সেই আলোয় অন্য শহরে আমিও রঙীন
ঘাঁসফড়িং টা আঙুলের ফাঁকে বাসা বেঁধেছে সেই কখন।
আলোর স্রোতে ভেসে যাই নিত্য তোমারই মতো
তুমি এলেই আলপনা জোনাকিরা আপন হতো।
চোখের ভাষা হেরে যাবে ঠোঁটের কাছে এসে মিষ্টি গানে
প্রজাপতির ভালোবাসা হেসে উঠবে জরীর কাঁকনে।

ছড়া-ছড়ি

ভোট ভিক্ষা

কমল কৃষ্ণ কুইলা

ভোটের সময় ভোট ভিক্ষা
ভোটে জিতলে জমিদার
সুযোগ পেলেই চুরি করে
বলে বেড়ায় ইমানদার

বোকা মানুষ নিজ স্বার্থে
ভুলে যায় মাটি দেশ
সেই সুযোগে শয়তানেরা
দেশকে করে শেষ

ভোটের আগের বঞ্চনা সব
ভোটের পরেও থাকে
অসহায়কে ঠকিয়ে তারা
আয়নায় মুখ ঢাকে

মানুষে মানুষে বিভেদ করে
ধর্ম ও জাতের নামে
বোকা মানুষ সেই ফাঁদে পড়ে
ছোটে ডানে ও বামে

বুঝবে কবে বোকা মানুষ
ভাববে দেশের কথা
নিজ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে
বাছবে সঠিক নেতা

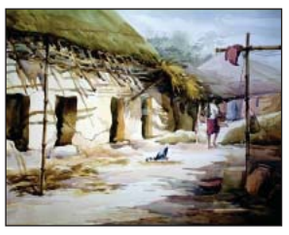

ছেলেধরা

মতিউর রহমান

চারিদিকে রটেছে গুজব
ঘুরছে ছেলেধরা,
মানুষ মেরে করছে পাহাড়
হিসাব দেবে কারা?

নিজ হাতে আইন তোলে
সন্দেহ কি ঈর্ষায়,
অপরের কথা শুনে শাষন
নির্বিচিরে মানুষ শাসায়।

বাধ্য করে ঘুষ খেয়ে
সত্য করছে গোপন,
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে
মানুষের করছে শাষন।

শিক্ষার আলো

আতিকুর রহমান

শোনো খোকা বলি তোমায়
শিক্ষা জাতির আলো
শিক্ষা যাদের নেই ভেতরে
তাদের জীবন কালো।

তোমার যত স্বপ্ন আছে
করতে হলে সফল
প্রথমে যে করতে হবে
শিক্ষাটারে দখল।

তাইতো বলি মনটা দিয়ে
পড়াশোনা করো
আজকে থেকে শক্ত করে
খাতা কলম ধরো।

জীবন হবে রঙিন তোমার
কাটবে যে দিন ভালো
শপথ নিয়ে মনের মধ্যে
শিক্ষার আলো জ্বালো।

বর্ষায় প্রকৃতি

কনক কুমার প্রামানিক

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
বৃষ্টির ঘনঘটা,
বিজলীতে মেঘ চমকায়
ঝুম বৃষ্টির ছটা।

নদী ভরে থইথই করে
চারিদিকে জলরাশি,
বন্যায় ডোবে মাঠে ফসল
হারায় মুখের হাসি।

সবুজ হয় পুরোটা মাঠ
বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে,
বিলের জলে শাপলা ফোঁটে
বর্ষার জলে নেয়ে।

কদম কেয়ার মেলা বসে
এই ধরণীর পরে,
উদাস হয়ে মন তখন
হারায় অনেক দূরে।

'চাঁদ মলাটের রাত'

এম এ জিন্নাহ

চাঁদের আলো ঝিলমিলিয়ে উঠোন ভরে জ্বলছে ;
হীম শীতলের সতেজ ছোঁয়ায় মনটা যেনো গলছে।
আকাশ ভরা মেঘমালারা লুকোচুরির খেলায় ;
মনখানি রোজ হারিয়ে চলে ফুল-পাখিদের মেলায়।

ঝিল ভরা ঐ অথৈ জলে জোৎস্না ভরা হাসি ;
পদ্মলতার কূলে কূলে ঝুমকো রাশি রাশি ।
ইচ্ছে কেবল উড়ে চলি স্নিগ্ধ সুবাস টেনে ;
গাঁয়ের পথে ছায়ার পথে নিয়ম সকল মেনে।

রাতদুপুরে কিশোর দলে মাঠ কাপালো শিসে ;
চাঁদের বুড়ির গল্প এনে রাতের বুকে মিশে।
মিটিমিটি তারার হাসি আকাশ অসীম নীলে ;
অপরূপের ছন্দ ফোটে শাপলা রাঙা বিলে।

পাজি ঘুম

কোমল দাস

জলদি করে এসে ও ঘুম খোকার চোখে বয়
এত রাতে খোকন সোনা না ঘুমালে হয়?
সকালে মোর স্কুল আছে উঠতে হবে আগে
সেই কারণেই মনটা আমার জ্বলছে শুধু রাগে।

আমার কথায় রাজি হয়ে আয় না তাড়াতাড়ি
নইলে কিন্তু তোর সাথে আজ দেবই আমি আড়ি,
এত করে ডাকছি তবু হোসনে কেন রাজি?
তুই তো দেখছি খুব বেয়ারা! ভীষণ রকম পাজি।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

ফাইনালে আর্জেন্টিনার একাদশ যেমন হতে পারে

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকা, বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা–লাতিন আমেরিকার প্রথম দল হিসেবে টানা তিনটি বড় শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়া থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় আগামী সোমবার সকালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে কোপার ফাইনালে এ লক্ষ্যেই খেলতে নামবে আলবিসেলেস্তেরা।
ফাইনাল হবে লিওনেল মেসির বর্তমান ঠিকানাতেই। যে শহরের ক্লাবে তিনি খেলেন, সেই মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে। তবে সোমবার ৭৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এই স্টেডিয়ামে মেসির চেয়ে আনহেল দি মারিয়ার ওপরই ফুটবলপ্রেমীদের বেশি নজর থাকার কথা। আর্জেন্টিনার জার্সিতে কোপার ফাইনালই হতে যাচ্ছে দি মারিয়ার শেষ ম্যাচ। তাঁর বিদায়টা নিশ্চয় শিরোপা জিতে রাঙাতে চাইবেন সতীর্থরা।
শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সামনে রেখে কোচ লিওনেল স্কালোনি এরই মধ্যে একাদশও সাজিয়ে ফেলেছেন। আর্জেন্টিনার শীর্ষ সংবাদমাধ্যম ওলে জানিয়েছে, অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামবে স্কালোনির দল। মানে, গত বুধবার ইস্ট রাদাফোর্ডের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে কানাডার বিপক্ষে সেমিফাইনালে শুরু থেকে যে ১১ জন খেলেছেন, তাঁরা ফাইনালেও খেলবেন।
শক্তি–সামর্থ্যে এগিয়ে থাকলেও কলম্বিয়াকে বেশ সমীহ করেই চলতে হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে। দলটি টানা ২৮ ম্যাচ ধরে অপরাজিত। কলম্বিয়ার কোচ নেস্তর লরেনৎসো আবার আর্জেন্টাইন। একসময় স্কালোনিকে কোচিংও করিয়েছেন তিনি। আর্জেন্টিনা দলের নাড়িনক্ষত্র তাই ভালোভাবেই জানা লরেঞ্জোর। সে কারণেই খুব ভেবেচিন্তে শুরুর একাদশ সাজাতে হয়েছে স্কালোনিকে।
বিদায়ী ম্যাচে প্রত্যাশিতভাবেই শুরু থেকে খেলবেন দি মারিয়া। আক্রমণভাগে তাঁর সঙ্গী হবেন অধিনায়ক মেসি ও তরুণ হুলিয়ান আলভারেজ। আলভারেজকে জায়গা দিতে ফাইনালেও বসে থাকতে হবে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৪টি) লাওতারো মার্তিনেজকে।
আর্জেন্টিনার মাঝমাঠে তিনজন অনেকটা 'অটোমেটিক চয়েস' হয়ে গেছেন। টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ পারফর্ম করা তিন মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল, এনজো ফার্নান্দেজ ও অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ফাইনালেও দলকে ভরসা জোগাবেন।
রক্ষণভাগ সামলানোর গুরুদায়িত্ব থাকছে গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও নিকোলাস তালিয়াফিকোর ওপর। তবে সেমিফাইনালে মন্তিয়েল চোট পাওয়ায় ফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে কিছুটা শঙ্কা আছে।
ইস্ট রাদারফোর্ড থেকে ফাইনালের শহর মায়ামি পৌঁছার পর গতকাল ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রথমবার অনুশীলন করেছে আর্জেন্টিনা দল। সেই অনুশীলনে মন্তিয়েল ছিলেন না। তাঁকে চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। আজ একই মাঠে আবারও অনুশীলন করার কথা স্কালোনির দলের। সেখানে মন্তিয়েল ফিটনেস পরীক্ষায় উতরে যেতে পারলে ফাইনালে খেলবেন। কিন্তু পুরোপুরি ফিট না হলে তাঁর জায়গা নেবেন নাহুয়েল মলিনা। আর্জেন্টিনা দলে চোট সমস্যা ছিল আরেকজনের। লেফট ব্যাক মার্কোস আকুনিয়া গ্রুপ পর্বে চিলির বিপক্ষে ম্যাচের পর পায়ের মাংসপেশিতে টান লাগায় আর খেলতে পারেননি। তবে আর্জেন্টিনার জন্য সুখবর, ফাইনালের আগে পুরোপুরি সেরে উঠেছেন আকুনিয়া। প্রয়োজন পড়লে স্কালোনি খেলাতে পারেন তাঁকেও।
তবে কলম্বিয়ার কৌশল বিশ্লেষণের পর স্কালোনিকে আরেকটি পরিবর্তন নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। দারুণ ছন্দে থাকা কলম্বিয়া এবারের কোপায় এখন পর্যন্ত ১২টি গোল করেছে, যা দলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই ১২ গোলের ৫টি আবার সেট পিস থেকে। প্রতিপক্ষ সেট পিসে শট নেওয়ার সময় 'ম্যান মার্কিংয়ে' আর্জেন্টিনার সেরা ডিফেন্ডার বিবেচনা করা হয় নিকোলাস ওতামেন্দিকে। বিষয়টি মাথায় নিয়ে স্কালোনি ওতামেন্দিকেও খেলাতে পারেন। একাদশের শেষজন কে, সেটা না বললেও চলত। গোলবারের নিচে বিশ্বস্ত দুটি হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা যদি সেমিফাইনালের একাদশ নিয়ে ফাইনালেও নামে, তাহলে স্কালোনির কোচিং অধ্যায়ে টানা ২ ম্যাচ অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলার তৃতীয় ঘটনা হবে এটি। সর্বশেষ এমনটা দেখা গেছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের পরেই পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। প্রথমবার স্কালোনি টানা ২ ম্যাচে একই একাদশ খেলিয়েছেন ২০২১ কোপা আমেরিকায়।

কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ
গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।
রক্ষণভাগ: গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস তালিয়াফিকো।
মাঝমাঠ: রদ্রিগো দি পল, এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।
আক্রমণভাগ: আনহেল দি মারিয়া, হুলিয়ান আলভারেজ, লিওনেল মেসি।

কলকাতা লিগের ডার্বিতে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে ২-১ গোলে হারল মোহনবাগান।

জয়সওয়াল ঝড়ে জিম্বাবুয়ে ধরাশায়ী, সিরিজ ভারতের

আপনজন ডেস্ক: ১৫২ রান–টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হারারে স্পোর্টিং ক্লাব মাঠের উইকেটে মোটেই বড় সংগ্রহ নয়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ভারতের মূল দল না খেললেও তাদের জয়টাই প্রত্যাশিত ছিল। সেটাই হয়েছে।
পাঁচ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়েকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।
জিম্বাবুয়ের তোলা ১৫৩ রানের লক্ষ্যে ভারত জিতেছে ২৮ বল হাতে রেখে। ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস খেলেছেন। তাঁর সঙ্গে ৫৮ রানে অপরাজিত ছিলেন শুবমান গিল। এই জয়ে সিরিজের প্রথম ম্যাচ হারার পরও ১ ম্যাচ হাতে রেখে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারত।
ভারতকে ১৫২ রানের নিচে আটকাতে হলে দারুণ কিছু করতে হতো জিম্বাবুয়ের বোলারদের। সেটা তারা করতে পারেনি। উল্টো ম্যাচের প্রথম ওভারে রিচার্ড এনগারাবার বলে ১৫ রান তুলে ঝোড়ো-ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দেন জয়সওয়াল।
এরপর পুরো ম্যাচে চলেছে এমন দাপট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আজ জয়সওয়াল পেয়েছেন পঞ্চম ফিফটি। তাঁর ১৮ ইনিংসের ক্যারিয়ারে আছে ১টি সেঞ্চুরিও। এই সিরিজে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পাওয়া গিলও পেয়েছেন টানা দ্বিতীয় ফিফটি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ১০ উইকেটে জিতেছে ভারত।
আগেরবারও এই জিম্বাবুয়েকেই ১০ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত, সেটা ২০১৬ সালে।
ব্যাট হাতে জিম্বাবুয়ের শুরুটা ভালোই ছিল। দুই ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে ও তাদিওয়ানাশি মারুমানি গড়েন ৫২ বলে ৬৩ রানের জুটি।
মারুমানিকে আউট করে সেই জুটি ভাঙেন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার অভিষেক শর্মা। এরপর ৯ থেকে ১৫–এই ৭ ওভারে মাত্র ৪০ রান তুলতে পারে জিম্বাবুয়ে। উইকেট হারায় ৪টি। এরপরও জিম্বাবুয়ে ১৫২ রানের সংগ্রহ পায় অধিনায়ক সিকান্দার রাজার ২৮ বলে ৪৬ রানের ইনিংসের ভর করে। শেষ ৫ ওভারে জিম্বাবুয়ে তোলে ৫৪ রান। সংগ্রহটা আরও বড় হতে পারত। তবে ৯ বল বাকি থাকতে তুষার দেশাপান্ডের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শিকার হিসেবে রাজা আউট হলে শেষ ৯ বলে মাত্র ১১ রান তুলতে পারে জিম্বাবুয়ে। ভারতের বাঁহাতি পেসার খলিল আহমেদ ৩২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৫২/৭(রাজা ৪৬, মারুমানি ৩২; খলিল ২/৩২, সুন্দর ১/৩২)
ভারত: ১৫.২ ওভারে ১৫৬/০(জয়সওয়াল ৯৩*, গিল ৫৮*; এনগারাবা ০/২৭)
ফল: ভারত ১০ উইকেটে জয়ী।

বিশ্বকাপে অর্থ নয়ছয়, আইসিসির দুই শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে বিশৃঙ্খলার জেরে পদত্যাগ করেছেন আইসিসির শীর্ষ দুই কর্মকর্তা ক্লেয়ার ফারলং ও ক্রিস টেটলি। ফারলং সংস্থাটির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। টেটলি ভেন্যু পরিদর্শক দলের সদস্য ও আয়োজক কমিটির প্রধান ছিলেন। আগামী শুক্রবার শ্রীলঙ্কায় বসবে আইসিসির বার্ষিক সম্মেলন। তার আগে দুই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সরে দাঁড়ানোর ঘটনাকে বড়সড় ধাক্কাই বলা যেতে পারে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮ জানতে পেরেছে, সর্বশেষ টি-টোয়েন্টিতে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ খরচ করা হয়েছে। এ নিয়ে আইসিসির পরিচালনা পর্ষদের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুললে পরিচালক পঙ্কজ খিমজি বিশ্বকাপে আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জানতে চেয়ে সব সদস্যের কাছে চিঠি পাঠান এবং তদন্তের আহ্বান জানান। ধারণা করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় বসতে চলা সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হবে এবং বিষদভাবে তদন্ত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তার আগেই নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ফারলং ও টেটলি।
আইসিসির বরাতে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ফারলং ও টেটলি কয়েক মাস আগেই পদত্যাগ করেছেন। এরপরও তাঁরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে গেছেন যেন নতুন কেউ এই দুই পদে যোগ দেওয়ার পর সবকিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় পান এবং আইসিসির দৈনন্দিন কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে।
ফারলং ও টেটলি শ্রীলঙ্কায় বসতে চলা বার্ষিক সম্মেলনেও উপস্থিত থাকবেন। আইসিসির উন্নয়নসংশ্লিষ্ট একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র নিউজ১৮-কে বলেছেন, 'জনাব খিমজি (পরিচালনা পর্ষদের) সব সদস্যের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের খরচ তুলে ধরেছিলেন। এ মাসের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় আইসিসির বৈঠকের সময় এ নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই পদত্যাগপত্র আসতে শুরু করেছে।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্ব চলাকালীন খরচের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ছিল না দাবি করে ক্রমাগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নিউজ১৮-এর ক্রীড়া বিভাগের একাংশ 'ক্রিকেট নেক্সট'। তারা জানায়, আইসিসি আশা করেছিল টিকিটের দাম বাড়িয়ে 'অযাচিত ব্যয়' পুষিয়ে নেবে।

বিদেশি ঘোষণার ১২ বছর পর

▶ *প্রথম পাতার পর*

১৯৮৫ সালে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। বারো বছর পর বিয়ের পর আলী নলবাড়ি জেলার কাশিমপুরে চলে আসেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, ওই বছরই নলবাড়ির ভোটার তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্ত করা হয়।
২০০৪ সালে নলবাড়ি থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে আলীর অতীত ঘটনা তদন্তের জন্য নিয়োগ করা হয়। অভিযোগ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর প্রতিবেশী দেশের ময়মনসিংহ জেলার দরিজাহাঙ্গিরপুর থেকে অবৈধভাবে ভারতে চলে আসেন আলী।
পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, আলি জন্মসূত্রে ভারতীয় হওয়ার দাবির সমর্থনে কোনও দালিলিক প্রমাণ দিতে পারেননি।
২০০৬ সালে জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে আলির বিরুদ্ধে বিদেশি বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়।
১৯ মার্চ, ২০১২ তারিখে ট্রাইব্যুনাল রায় দেয়: আপিলকারী আইনের ৯ নম্বর ধারায় তার তথ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে তিনি বিদেশি নন।
ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের ৩০ মে গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আলি। হাইকোর্ট প্রাথমিকভাবে ট্রাইব্যুনালের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। ২০১৫ সালের নভেম্বরে আলীর আবেদন খারিজ হয়ে যায় এবং তাকে 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
এই মামলায় শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে বলেছে, মামলাটিকে বলা যায় 'ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত'।
তদন্তের মূল বিষয় ২০০৪ সালের ১২ মে সাব-ইনস্পেক্টর (বিপিন) দত্তকে এসপি নলবাড়ির নির্দেশ। এসপি নলবারির নির্দেশের ভিত্তি কী ছিল, তা নিয়ে নীরব। কী কী উপকরণ বা তথ্য তার জ্ঞানে বা দখলে এসেছিল যা এই নির্দেশের দাবি করেছিল?
বেঞ্চ আরও বলে, বর্তমান মামলায় যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে তদন্তে জানা গেছে যে আবেদনকারী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে আসাম রাজ্যে চলে এসেছিলেন, তবে তার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রমাণও তুলে ধরা যায়নি। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আলি বিদেশী হওয়ার অভিযোগ কে শুরু করেছিল তা স্পষ্ট নয়।
সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে তাকে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য আপিলকারীর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তা আপিলকারীকে জানানোর দায়িত্ব আসাম রাজ্যের।
সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে আলি ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রমাণ সরবরাহ করেছিলেন যে তার বাবা-মা ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারির আগে ভারতে বসবাস করছিলেন।
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নামের প্রকৃত ইংরেজি বানান এবং তারিখে অসামঞ্জস্যতার কারণে [প্রমাণগুলি] অবিশ্বাস করা হয়েছে। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে, আপিলকারীর দাবির মধ্যে অসঙ্গতি সামান্য এবং ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুমানগুলি তার দাবিকে "মিথ্যা প্রমাণ করে না"।

মেসির সঙ্গে ছবিটি যে কারণে লুকিয়ে রেখেছিল ইয়ামালের পরিবার

আপনজন ডেস্ক: ছবিটি ভাইরাল হয়েছে বেশ আগেই। এর মধ্যে সেমিফাইনালে চোখধাঁধানো গোল করলেন লামিনে ইয়ামাল, স্পেন উঠল ফাইনালে। ছবিটি আবারও উঠে এল আলোচনায়। কোন সে ছবি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ৬ মাস বয়সী ইয়ামাল ও ২০ বছর বয়সী মেসির ছবি। একটি গামলায় শিশু ইয়ামালকে স্নান করাচ্ছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। পাশেই ইয়ামালের মা শেইলা এবানা।
ইয়ামালের বাবা এই ছবি চলতি মাসের শুরুতে ইনস্টাগ্রামে পোস্টে করার পর তা ভাইরাল হয়। মেসি ও শিশু ইয়ামালের সে মুহূর্তের আরও কিছু ছবিও ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটে। ইয়ামাল জানিয়েছেন, ছবিগুলো এত দিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।
কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন স্পেন উইঙ্গার। এ নিয়ে কথা বলেছেন ভিডিও স্ট্রিমিং মাধ্যম টুইচের হিহান্তেস এফসির (অপেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতা কিংস লিগের দল) চ্যানেলে। ইয়ামাল সেখানে জানিয়েছেন, ছবিটি এত দিন লুকিয়ে না রাখলে বার্সেলোনা কিংবদন্তি মেসির সঙ্গে তুলনা উঠত। আর সেটি তাঁর ক্যারিয়ারে কোনো কাজে লাগত না। ২০০৭ সালে বার্সেলোনার মাঠ ক্যাম্প ন্যুর ভিজিটরস লকার রুমে আয়োজন করা ফটোশুটে মেসির সঙ্গে শিশু ইয়ামালের সেই ছবিগুলো তোলা হয়েছিল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম 'দিয়ারিও স্পোর্ত' এবং ইউনিসেফের পরিচালনায় বার্ষিক চ্যারিটির অংশ হিসেবে ক্যালেন্ডারের জন্য বার্সার খেলোয়াড়েরা বেশ কয়েকটি পরিবারের শিশুদের সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন। এর মধ্যে ইয়ামালের সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন মেসি।
হিহান্তেসকে গতকাল ইয়ামাল বলেছেন, 'ছবিগুলো যখন তোলা হয়েছে, তখন আমার ওই বয়সে বোঝার কথা নয় কী ঘটছে। বাবা ছবিগুলো তুলে রেখেছিলেন, কখনো প্রকাশ করেননি। কারণ, আসলে মেসির সঙ্গে তুলনা হোক সেটা আমরা চাইনি। সর্বকালের সেরার সঙ্গে তুলনায় কেউ হয়তো বিরক্ত হবে না। তবে এ ব্যাপারটা আপনার বিপক্ষেও কাজ করতে পারে, কারণ আপনি কখনোই তাঁর মতো হতে পারবেন না।'
তাই বলে তুলনা কিন্তু বন্ধ রাখা যায়নি। ইয়ামাল মেসির মতোই বাঁ পায়ের খেলোয়াড়, খেলেন ডান উইংয়ে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বার্সার মূল দলে অভিষেক এবং প্রতিভার দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তরুণ মেসির মতোই। গত মৌসুমে ৫০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন, স্পেনের জার্সিতে নজর কেড়েছেন ইউরো শুরুর আগেই। আর এবার ইউরোয় তো ইংল্যান্ড কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকার তাঁকে দেখে বলেছেন, 'একজন মহাতারকার জন্ম হলো।'
শুধু কি তা-ই, ইয়ামালকে বার্সার মূল দলে তুলে আনা সাবেক কোচ জাভি হার্নান্দেজও তাঁর খেলার সঙ্গে মেসির মিল খুঁজে পান। পেপ গার্দিওলার গড়া বার্সার সেই 'ড্রিম টিমে' জাভিরই সতীর্থ ছিলেন মেসি। ইয়ামালের মধ্যে 'মেসির খেলার ঝলক' দেখার কথা আগেই বলেছেন জাভি। এর মধ্যে অবশ্য মজার এক কাণ্ডও ঘটেছে।
স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'মুন্দো দেপোর্তিভো' ইয়ামালের বাবার সঙ্গে সেই ছবি নিয়ে কথা বলেছে। ইয়ামালের বাবা মৌনির নাসরাউয়ির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেসির হাতে সন্তানের স্নান করাকে আশীর্বাদ মনে করেন কি না? নাসরাউয়ি মজা করে বলেছেন, 'কিংবা মেসিই হয়তো আমার সন্তানের কাছ থেকে আশীর্বাদপুষ্ট। আমি জানি না। আমার কাছে আমার সন্তান সবকিছুতেই সেরা। সেটা শুধু ফুটবল নয়, ভালোবাসা, ব্যক্তি–সবকিছুতেই।'

কোহলির সঙ্গে লড়াই নিয়ে অ্যান্ডারসন: 'নিজেকে খুব ছোট মনে হয়'

আপনজন ডেস্ক: জেমস অ্যান্ডারসনকে টেস্ট ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা পেসার বলাই যায়। কিন্তু গতকাল লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানো অ্যান্ডারসন নিজেকে কিংবদন্তি বা বড় মাপের (গ্রেট) বোলার হিসেবে চিন্তা করেননি। ২১ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি শুধু ছোট ছোট লক্ষ্যের পেছনে ছুটেছেন। নিজের বোলিংয়ে প্রতিনিয়ত উন্নতি আনার চেষ্টা করে গেছেন। স্কাই স্পোর্টসকে তিনি বলছিলেন, '(একটা দীর্ঘ ক্যারিয়ারে) অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোনো সিরিজে নিজেকে খুব দুর্দান্ত মনে হয়, আরেক সিরিজে সে রকম কিছু নয়। ভালো করতে থাকলে সেই ভালোটাই আবার ক্ষতি করতে থাকে।' কথায় কথায় বিরাট কোহলির উদাহরণও টেনেছেন তিনি। গত এক দশকে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচ মানেই অ্যান্ডারসন-কোহলির লড়াই নিয়ে সবার বাড়তি কৌতূহল।
অ্যান্ডারসন কখনো সে লড়াইয়ে দাপট দেখিয়েছেন, কখনো ব্যর্থ হয়েছেন। অবসরের মাধ্যমে সে লড়াইয়ে ইতি টানা অ্যান্ডারসন পুরো ব্যাপারটিকে উল্লেখ করলেন এভাবে, 'বিরাট কোহলির বিপক্ষে শুরুতে যখন খেলতাম, মনে হতো তাঁকে প্রতি বলে আউট করতে পারব। কিন্তু গত কিছুদিন খেলতে নেমে মনে হতো, আমি তাঁকে কখনই আউট করতে পারব না। নিজেকে তখন খুব ছোট মনে হয়।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**